কুকিছড়া যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি

হাইলাকান্দি বন বিভাগ,
দক্ষিণ অসম সার্কেল

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা

(২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত)

প্রস্তুতকর্তা

কুকিছড়া যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (JFMC)

সহায়ক

অসম বন বিভাগ

এবং

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গঠিত মহাজোট (কম্পেলো, COMPELO)

[আই আই ই (IIE), আর জি ভি এন ই(RGVN) এবং সি এম এল (CML)]

Approved

DIVISIONAL FOREST OFFICER
Hailakandi Division
Hailakandi

জুলাই, ২০১৬

সংক্ষিপ্ত নাম তালিকা

সংক্ষিপ্ত নাম	সম্পূর্ণ নাম
এ সি এফ (ACF)	সহকারী বন সংরক্ষক (অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
এ এফ ডি (AFD)	এজেন্স ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট
এ পি এফ বি সি (APFBC)	বন ও জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক অসম প্রকল্প (আসাম প্রজেক্ট অন ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন)
এ পি এল (APL)	দারিদ্র্য সীমারেখার ঊর্ধ্বে (এব'ভ পভার্টি লাইন)
বি পি এল (BPL)	দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে (বিলো পভার্টি লাইন)
সি সি এফ (CCF)	মুখ্য বন সংরক্ষক (চিফ কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
সি এফ (CF)	বন সংরক্ষক (কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
সি এম এল (CML)	সেন্টার ফর মাইক্রো ফিন্যান্স অ্যান্ড লাইভলিহুড
কম্পেলো (COMPELO)	ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গঠিত মহাজোট (কনসাল্টিং সার্ভিস ফর মাইক্রোপ্ল্যানিং এনহ্যানসিং লাইভলিহুড অপর্চুনিটিজ)
ডি সি এফ (DCF)	উপ-বন সংরক্ষক (ডেপুটি কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
ডি এফ ও (DFO)	মাণ্ডলিক বন অধিকারিক (ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার)
ই ডি সি (EDC)	পরিবেশ-উন্নয়ন কমিটি (ইকো-ডেভেলপমেন্ট কমিটি)
ই পি এ (EPA)	প্রারম্ভিক কর্মসূচি (এন্ট্রি পয়েন্ট অ্যাক্টিভিটি)
এফ সি এ (FCA)	বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮১ (ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট, ১৯৮১)
এফ ডি (FD)	বন বিভাগ (ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট)
এফ আর এ (FRA)	বন অধিকার আইন (ফরেস্ট রাইট্স অ্যাক্ট)
এফ ভি (FV)	বনাঞ্চল গ্রাম (ফরেস্ট ভিলেজ)
এফ ওয়াই পি (FYP)	পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান)
জি এইচ জি (GHG)	গ্রিন হাউস গ্যাস
জি ও আই (GoI)	ভারত সরকার (গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া)
জি পি (GP)	গ্রাম পঞ্চায়েত
এইচ এ (Ha)	হেক্টার
আই ই সি (IEC)	তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ (ইনফরমেশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন)

আই আই ই (IIE)	ভারতীয় এন্টারপ্রেনিউরশিপ প্রতিষ্ঠান (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ এন্টারপ্রেনিউরশিপ)
জে এফ এম সি (JFMC)	যৌথ বন পরিচালন কমিটি (জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি)
এম ডি আর (MDR)	প্রধান প্রধান জেলাপথসমূহ (মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোডস)
এম জি এন আর ই জি এস (MGNREGS)	মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা স্কিম (মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম)
এম ও ই এফ সি সি (MoEFCC)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অব্ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ)
এন টি এফ পি (NTFP)	কাঠ ভিন্ন বনজ উৎপাদন (নন টিম্বার ফরেস্ট প্রডিউস)
ও বি চি (OBC)	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস)
ও ডি আর (ODR)	অন্যান্য জেলা পথসমূহ (আদার ডিস্ট্রিক্ট রোড্স)
পি সি সি এফ (PCCF)	প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট)
পি এইচ সি (PHC)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার)
পি এম ইউ (PMU)	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ইউনিট (প্রজেক্ট মনিটরিং ইউনিট)
পি আর এ (PRA)	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (পার্টিসিপেটারি রুরাল অ্যাপ্রাইজাল)
আর ই ডি ডি + (REDD+)	রিডিউসিং এমিশন ফ্রম ডি-ফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন প্লাস
আর জি ভি এন (RGVN)	রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ নিধি
আর ও (RO)	রেঞ্জ অধিকারিক (রেঞ্জ অফিসার)
এস সি (SC)	তফশিলি জাতি (শিডিউল কাস্ট)
এস ডি জি (SDG)	স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স)
এস এল এফ (SLF)	নির্বাহক্ষম জীবিকা রূপরেখা (সাসটেইনেবল লাইভলিহুড ফ্রেমওয়ার্ক)
এস পি পি (Spp)	স্পেসিস
এস টি (ST)	তফশিলি উপজাতি (শিডিউল ট্রাইব)
এস ডব্লিউ ও টি (SWOT)	সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুবিধা এবং বিপদ (স্ট্রেংথ্, উইকনেস, অপর্চুনিটি অ্যান্ড থ্রেট)
টি ভি (TV)	টাউন্স্যা গ্রাম (টাউন্স্যা ভিলেজ)
টি ভি (TV)	টেলিভিশন
ডব্লিউ এল এস (WLS)	বন্যপ্রাণী নিবাস (ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি)
ডব্লিউ পি এ (WPA)	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২ (ওয়াইল্ডলাইফ (প্রটেকশন) অ্যাক্ট- ১৯৭২)
ডব্লিউ পি সি (WPC)	কর্মসূচি সার্কেল (ওয়ার্কিং প্ল্যান সার্কেল)

গাছপালা, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ভেষজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য উদ্ভিদের দেশীয় এবং বৈজ্ঞানিক নামের শব্দকোষ

ক্রমিক নং	দেশীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১	বন আম	ম্যাঙ্গিফেরাসিলার্চা
২	বেলফাই জলপাই	এলকোকাপ্রুয়ে গ্লোবিয়াবুণ্ডাম
৩	বান্দার ফেলা	ডাইসোক্সিলাম্বিনেক্টিফেরাম
৪	বান্দার লাঠি সোণাকুরি	লাসিয়া ফিস্টুলা
৫	বন শিমুল	বাম্বোক্সিগনোক
৬	ভাতকুর	ভিটেক্সহেটেরোফিলা
৭	ভোলা	মনস ল্যাক্রিগাটা
৮	ভুবি	বাক্কাউরেওস্যাপিডার
৯	ভুরি	ট্রেউই নিউডিফ্লোরা
১০	বরুণ	ক্র্যাটায়েরারিলিজিওসা
১১	বেলা	স্যাপিয়াম বাক্কাটাম
১২	ভ্রাদ্রুক	ভিটেক্সপিউবসেন্স
১৩	ছাড়িম	আলস্টোনিয়াস্কলারিস
১৪	কালিগোড়া	ব্যাম্বুসাভালগারস
১৫	করাইল	ডেঙ্ড্রোকেলামুস্ট্রিক্টাস
১৬	খাং	ডেঙ্ড্রোকালামুসলোঙ্গিসপ্যাথাস
১৭	আনচু উদ্ভিদ	মোরিন্ডাটিংকটো রায়া
১৮	মান্দার	ক্যালোট্রোপিস জাইগেন্টিয়া
১৯	স্বর্ণলতা	ট্র্যাকচেলো সপারমামফ্র্যাগ্রান্স
২০	আতালারি উদ্ভিদ	পলিগোনুম্বাবার্বাটাম
২১	লজ্জাবতী	মিমোসা পুডিকা
২২	আবু টেঙা	অণ্টিডেমাগিডন্দ্রম
২৩	আমসিরিকা	আকাসিয়া কন্সিনা
২৪	সর্গগন্ধা	রাউউলফিয়া সার্পেন্টাইন
২৫	আলখনি	ক্যাসিয়াটোরা
২৬	নলখাগড়া ইকরা	ফ্রাগমিটেসকার্কা
২৭	চালমুগরা	হাইডনোকার্পাসকুর্জিল
২৮	হরতকি	টার্মিন্যালিয়াচেবুলা
২৯	গামারি	গমেলিনা আররোরিয়া

৩০	কদম	অ্যানথ্রোকফ্যালাস কদম্ব
৩১	জাম	ইঙ্গোনিজাম্বোস
৩২	নাগেশ্বর	মেসুয়াফেরিয়া
৩৩	চাম	আর্টোকর্পাস চাপ্পাসা
৩৪	ঘোড়া নিম	
৩৫	পিং	সাইলোমেট্রা পোলিয়াড্রা
৩৬	মরই	
৩৭	ছাটিম	আলস্টোনিয়াস্কলারিস
৩৮	কাঁশ	সাকচারাম ওসেরাম
৩৯	খাগড়া	সাকচারাম স্পনটানিয়াম
৪০	ইকরা	এরিয়ানথাম র‍্যাভেনিয়াক
৪১	নল	ফ্র্যাগমিটেসকার্কা
৪২	রেমা	থাইসানোলায়েনা ম্যাক্সিমা

কুকিছড়া যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি
হাইলাকান্দি বন বিভাগ, দক্ষিণ অসম সার্কেল

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা
(২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত)

বিষয়সূচি

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	অংশ - I	
১	ভূমিকা	
২	এলাকার সাধারণ বিবরণ	
৩	গ্রামের আর্থ-সামাজিক এবং জে এফ এম সি-র বিবরণ	
৪	জীবিকার সম্পদ সংক্রান্ত বিবরণ এবং প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিত	
৫	বর্তমান পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিসমূহ	
	অংশ - II	
৬	ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ, সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং বিপদ এবং ব্যবধান বিশ্লেষণ	
৭	গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা	
৮	জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা	
৯	বন উন্নয়ন পরিকল্পনা	
১০	রণকৌশলগুলির রূপায়ণ, সময়কালীন বিবরণ এবং বাজেট	
	অংশ - III	
	সারণি, মানচিত্র এবং পরিশিষ্ট	

DIVISIONAL FOREST OFFICER
Hailakandi Division
Hailakandi

কুকিছড়া যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি
হাইলাকান্দি বন বিভাগ, দক্ষিণ অসম সার্কেল

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা
(২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত)

অংশ - I

১। ভূমিকা

১.১ প্রকল্প সম্পর্কে

বন ও জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক অসম প্রকল্পের (এ পি এফ বি সি)-র উদ্দেশ্য হচ্ছে বহুমুখি সুসংহত পরিকল্পনা এবং নির্দিষ্ট এলাকার বনাঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল মানুষকে যুক্ত করে ও বনজ এবং বনজ বহির্ভূত সম্পদের নির্বাহক্ষম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জীবিকা সুনিশ্চিত ও উন্নত করে অসমে বহুমুখি সুসংহত পরিকল্পনা এবং বন ও জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ 'নির্দিস্ট জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় তাদের জীবিকা উন্নত করার পাশাপাশি জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর নির্বাহক্ষম ব্যবহার সুনিশ্চিত করে বনাঞ্চলের পরিবেশতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা।' উপর্য্যুক্ত প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হচ্ছে 'এজেন্স ফ্রান্স ডি ডেভেলপমেন্ট (এ এফ ডি) অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির আর্থিক সহায়তায়। এই প্রকল্পের পরিকল্পনা, রূপায়ণ, পর্যবেক্ষণ সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনাসহ সমস্ত কাজকর্মের দায়িত্বে রয়েছে আসাম প্রজেক্ট অন ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন সোসাইটি।

১.২ ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ও জীবিকার উন্নয়ন

বিপণন সম্ভাবনা ভিত্তিক মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে জীবিকার কাজকর্মে উৎসাহিত করার জন্য বর্তমান প্রকল্পে উদ্যোগমূলক বিকাশ, উৎপাদিত সামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মূল্যসংযোজন এবং বিপণনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বনজ সম্পদের ওপর চাপ বেড়ে যাবার কারণেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। বিপণনের সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান বনজ ও জৈব বৈচিত্র্য সামগ্রী ও পরিষেবাগুলিতে মূল্য সংযোজনের উপায় বের করা দরকার হয়ে পড়েছে। তাছাড়াও বনাঞ্চল ভিত্তিক জীবিকার বাইরের অন্য জীবিকার পথ খুঁজে বের করা এবং দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সামর্থ্য গড়ে তোলাও দরকার।

উপর্য্যুক্ত প্রকল্পটির অধীনে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এন্টারপ্রেনিউরশিপ (আই আই ই) গুয়াহাটি, রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ নিধি (আর জি ভি এন) এবং সেন্টার ফর মাইক্রোফিন্যান্স অ্যান্ড লাইভলিহুড (সি এম এল)কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির নাম ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গঠিত মহাজোট (কনসালটিং সার্ভিস ফর মাইক্রো প্ল্যানিং এনহ্যান্সিং লাইভলিহুড অপর্চুনিটিজ), সংক্ষেপে কম্পেলো।

প্রকল্পটির নীতি-নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রাম ও বন বিভাগের বিভিন্ন কাজকর্ম, বনাঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়গুলিকে জীবিকার ক্ষেত্রে সহায়তা করা এবং নির্বাহক্ষম বন ব্যবস্থাপনার জন্য এক প্রসারিত লক্ষ্য ধার্য করা— ইত্যাদিকে এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বন উন্নয়ন এবং জীবিকা উন্নয়ন— উভয় লক্ষ্যকেই এই পরিকল্পনায় সামিল করা হয়েছে।

১.৩ কুকিছড়া জে এফ এম সির জন্য ক্ষুদ্র পরিকল্পনা

অসমের হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত বরথল জে এফ এম সি-র জন্য প্রণয়ন করা ক্ষুদ্র প্রকল্পের তথ্য নিচে উল্লেখ করা হল। এই জে এফ এম সি হাইলাকান্দি বন বিভাগের দক্ষিণ অসম বন সার্কেলের অন্তর্গত। পরবর্তী অংশে জনগোষ্ঠীর বিশদ পরিচিতি দেওয়া হল।

২। এলাকার সাধারণ বিবরণ

২.১ সাধারণ বিবরণ

হাইলাকান্দি বন বিভাগ দক্ষিণ অসম সার্কেলের অন্তর্গত। এই বন বিভাগের সীমা হাইলাকান্দি জেলার ভেতরেই আবদ্ধ। এই বন বিভাগের মোট ভৌগোলিক আয়তন ১৩২৭ বর্গ কিঃ মিঃ। হাইলাকান্দি জেলায় সড়ক ও রেলওয়ের নেটওয়ার্ক বেশ উন্নত। জেলার প্রবেশ পথেই রয়েছে পাঁচগ্রাম। পাঁচগ্রাম হয়েই দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই জেলার যোগাযোগ। পাঁচগ্রাম হয়েই চলে গেছে ৫৪ নং জাতীয় সড়ক। পাঁচগ্রামের মধ্য দিয়েই বদরপুর জংশন (করিমগঞ্জের অন্তর্গত) এবং শিলচর জংশনের (কাছাড় জেলার অন্তর্গত) সঙ্গে এই জেলার রেল যোগাযোগ সংযুক্ত রয়েছে। রেলপথের একটি শাখা পাঁচগ্রাম থেকে ভৈরবী পর্যন্ত (মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্ত) চলে গেছে। জেলার পশ্চিম সীমান্ত উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত লুসাই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।গুটগুটি জলধারা থেকে ছাতাচূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে পাহাড়ের ঢাল। এই পাহাড় শ্রেণীর উচ্চতা ৬০০ মিটার। ছাতাচূড়া থেকে পাহাড়ের ঢাল উত্তর দিকে নিম্ন এলাকায় এসে মিশেছে এবং শেষ হয়েছে বদরপুরের নিকটবর্তী এলাকায়। পূর্ব দিকে লুসাই পাহাড় হাইলাকান্দি কাছাড় ও মিজোরাম সীমান্তে এসে মিশেছে। সেখান থেকে অনুচ্চ টিলা নিচে ১০০ মিটার এলাকা পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে এবং এসব টিলার বেশির ভাগই চা বাগান এলাকার মধ্যে পড়েছে। লুসাই পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ধলেশ্বরী নদী। ঝালনাছড়া, পালাইছড়া, কুকিছড়া, রূপাছড়ার মতো কিছু বড় বড় জলধারাও উত্তর মুখে প্রবাহিত এই নদীতে এসে মিশেছে। পরে রূপাছড়ার কাছে মানুষের দ্বারা কাটা কাটাখাল নামক খালের দ্বারা বিভাজিত হয়েছে।

জেলার সমতল এলাকায় অনেকগুলি মৃত নদী ও জলধারা রয়েছে। এসবের অধিকাংশই বর্ষায় জলপূর্ণ হয়ে মূল নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এসব ছাড়াও এই জেলায় রয়েছে অনেক বিল ও বড় বড় জলাশয়। এসবের বেশির ভাগই রয়েছে উত্তর দিকে ২৪°৩০/ অক্ষাংশে। এর সমান্তরাল অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ভৌগোলিক এলাকা ক্রমশ পার্বত্য এলাকায় পরিণত হয়ে ছাতাচূড়ার ঢালে এসে মিশেছে।

২.২ অবস্থিতি

সমগ্র বিভাগটি ৯২°২৫/ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৪°৫৩ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত এবং উচ্চতা ২১ মিটার (৬৮.৮ ফুট)। উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে রয়েছে কাছাড় জেলা এবং পশ্চিমে করিমগঞ্জ জেলা। দক্ষিণে রয়েছে মিজোরামের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত। জেলার সদর হাইলাকান্দি এবং সেখানেই রয়েছে বন বিভাগের কার্যালয়। হাইলাকান্দি ছাড়াও অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরগুলি হল, পাঁচগ্রাম, লালাবাজার, কাটলিছড়া, কুকিছড়া ও ঘাড়মুরা বাজার। পাঁচগ্রাম হল শিল্প শহর, যেখানে রয়েছে কাছাড় কাগজ কল (ভারত সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হিন্দুস্তান পেপার কর্পরেশন লিমিটেডের একটি ইউনিট)।

২.৩ মৃত্তিকা

জেলার মধ্যাঞ্চল সমভূমি হলেও পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে ইতস্ততভাবে বহু অনুচ্চ টিলা ছড়িয়ে রয়েছে এবং দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে উঁচু পাহাড় শ্রেণী। সমগ্র বরাক উপত্যকার পরিপ্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি জেলা উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় টেউয়ের মতো সংকুচিত। এর কারণ হল সুরমা উপত্যকার অংশটি উত্তর দক্ষিণে টেউয়ের মতো আঁকাবাঁকাভাবে সংকুচিত। এর ফলেই এখানে উপত্যকার সমতল ও পাহাড় শ্রেণীর পাশাপাশি অবস্থান দেখা যায়। উপত্যকার সবচেয়ে প্রাচীন শিলাস্তর হচ্ছে বড়াইল পাহাড়ের বেলেপাথর। সুরমা উপত্যকার নিম্নভাগ ঘন সংবদ্ধ পাহাড়। এই পাহাড়গুলি ঘন জঙ্গলে আবৃত এবং চা চাষের অনুপযোগী।

ভূপৃষ্ঠের স্তরগুলি পরপর বেলে পাথর ও নরম স্লেট জাতীয় পাথর দিয়ে গঠিত। সুরমা শ্রেণীর উজান অংশের ভূস্তর নরম বালুমিশ্রিত শ্লেট জাতীয় পাথর এবং মিশ্রিত বেলে পাথর দিয়ে গঠিত। এই ভূস্তরে টিলা শ্রেণীর পাশে পাশে গড়ে উঠেছে জলাভূমি এলাকা। পাহাড় শ্রেণীতে টিপম শ্রেণীর শিলাও দেখা যায়। এই ভূস্তরের শিলা অপেক্ষাকৃত শক্ত। সুরমা পাহাড় শ্রেণীর উপর অংশে অথবা টিপম স্তরের ভূভাগেই অধিকাংশ চা বাগানগুলি রয়েছে। উপত্যকার ভূবিজ্ঞান লক্ষ্য করতে দেখা যায়, ভূমিক্ষয় রোধ করতে হলে এখানে মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরি। এলাকার শম্বুক গতির ভূতাত্বিক ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়াকে মানুষ আরও ত্বরান্বিতই করে তুলেছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে পি ইভানস অঞ্চলটির ভূতাত্ত্বিক বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই এলাকাগুলির ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়া ভূতাত্ত্বিকভাবে এখনও ক্রিয়াশীল এবং পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

২.৪ জলবায়ু

এই বিভাগের জলবায়ু উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি নির্ভর। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০০ মিঃ মিঃ থেকে ৩৩০০০ মিঃ মিঃ পর্যন্ত। এলাকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০০ মিঃ মিঃ এবং এপ্রিল/মে থেকে সেপ্টেম্বর / অক্টোবরের মধ্যেই ৮০-৮৫% বৃষ্টিপাত হয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস সাধারণত সবচেয়ে শুষ্ক। গ্রীষ্মকালে সর্বাধিক গড় তাপমাত্রা ৩৫° সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ২৬° সেলসিয়াস। শীতকালে সর্বাধিক গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১১ সেলসিয়াস। বর্ষাকালে এই জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়।

২.৫ জল

লঙ্গাইয়ের বহু সংখ্যক জলধারা এবং সিংলা উপ জলবিভাজিকাগুলি ছাড়াও বরাকে উত্তরের বহু জলধারাগুলি হল পানীয় জলের উৎস। গ্রামবাসীরা জলধারা, কুয়ো, পাতকুয়ো এবং নলকূপ থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করে। ভূগর্ভের জলস্তর সাধারণত উপরেই এবং সমতল এলাকায় ২-৩ মিটার খনন করলেই জল পাওয়া যায়। শীতকালে ভূগর্ভের জলস্তর ৬-১০ মিটার নিচে নেমে যায়। পাহাড়ের ঢালু এলাকায় বন ধ্বংসের ফলে জলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ পলিমাটি, বালু ও অন্যান্য পদার্থ নেমে আসে। শীতকালে বেশিরভাগ জলধারাই শুকিয়ে যায়।

২.৬ পরিবেশতন্ত্র ও জৈব বৈচিত্র্য

এই বন বিভাগের প্রধান প্রধান বনজ সম্পদগুলি হল, কাঠ, বাঁশ, বেত, পাথর, বালি। সমৃদ্ধ এই বনাঞ্চলের মূল্যবান গাছগুলি হল, সেগুন, সুন্দি, গামারি ইত্যাদি। এই বন বিভাগ থেকে বিপুল পরিমাণ বাঁশ সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী জেলার কাগজ কলে সরবরাহ করা হয়। এখানে বনাঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদ চোখে পড়ে। বন বিভাগের পাহাড় এলাকার বনাঞ্চলগুলিতে পাওয়া যায় গামারি, চাম, গুর্জন, মরিচাসুন্দি, তিল সুন্দি, হেরুহতিয়া, পোমা, গাড্রুই, কুর্টা, করই ইত্যাদি। নিচুপ্রকার পাহাড়ের বনগুলিতে তুলা, কদম, জাম, আওয়াল, কুর্টা,গেশ্বর, চালতে, বনক, হরিতকি, পিং ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পরিবেশতান্ত্রিক অঞ্চলের যেখানে পার্বত্য বনভূমি এসে সমতল বনভূমিতে মিশেছে, সেই এলাকায় জলাভূমির বনভূমিও রয়েছে। এই বন ভূমিতে তারা, ইকরা, নল, খাগড়া ইত্যাদির পাশাপাশি রয়েছে জারুল, পারোলি ইত্যাদি প্রজাতির উদ্ভিদও। এই বনাঞ্চলে প্রায় ৯ প্রজাতির বাঁশ আছে। কোনো কোনো এলাকা/পরিত্যক্ত জুম চাষের এলাকায় সম্পূর্ণভাবে বাঁশের ঝোপে পরিণত হয়েছে। এখানে চারটে প্রধান প্রধান প্রজাতির বেত পাওয়া যায়। এগুলি হল, গোল্লা, মোনা, জাল্লিয়াদ ও সুন্দি। বেতের এলাকা অত্যন্ত নগণ্য এবং এগুলি অত্যন্ত দূরবর্তী এলাকায়

থাকায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বেত ব্যবহারের সুবিধা নেই। অতীতে বেত ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশদভাবে কিছু সুপারিশ করা হলেও বেত সংগ্রহ ও ব্যবসা প্রধানত বেআইনি এবং নিয়ন্ত্রণহীনই রয়ে গেছে। যদি বেত সংরক্ষণের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে এই বনাঞ্চলগুলিতে বেত সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের পাশাপাশি এই বন বিভাগ বহু প্রজাতির বন্য জন্তুরও নিবাস। এসব প্রাণীর মধ্যে আছে ফল বাদুড়, বাঘ, হাতি, সান বিয়ার প্রজাতির ভালুক, জায়ান্ট স্কুইরেল (কাঠ বেড়ালি), হগ ডিয়ার (হরিণ), শেয়াল, বুনো শুয়োর, নদী কচ্ছপ ও অন্যান্য প্রজাতির কচ্ছপ, ভারতীয় প্রজাতির অজগর, ব্যাম্বু ভাইপার (শংখচূড়) সাপ, গোখরা ইত্যাদি। হাইলাকান্দি বন বিভাগের অধীনে রয়েছে ২টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এগুলি হল, ইনার লাইন সংরক্ষিত বনাঞ্চল, ও কাটাখাল সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলের মোট আয়তন ৭৪১,১৫১ বর্গ কিঃ মিঃ।

সারণি— ১ ঃ হাইলাকান্দি বন বিভাগের অধীনস্থ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের তালিকা

বিভাগের নাম	সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নাম	মোট নথিভুক্ত এলাকা (হেক্টার)
হাইলাকান্দি	ইনারলাইন	৩৯৮৪৯.৪৫
	কাটাখাল	১৩৯৮৬.২৯
	মোট	৫৩৮৩৫.৭৪

বনাঞ্চলের প্রকার ঃ এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নিম্নোক্ত দুই ধরনের বনভূমি রয়েছে ঃ

১। কাছাড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল

২। কাছাড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অর্ধ চিরহরিৎ বনাঞ্চল

বিভাগের উত্তর ও পূর্ব দিকের অংশে রয়েছে কাছাড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল। এখানকার ঢালু এলাকা খাড়া এবং চাষের অনুপযোগী। তাছাড়াও এই এলাকা শিলাময় এবং জলধারার দুই তীর ছায়াঘেরা। এই বনাঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকাই গড়ে উঠেছে পাহাড়ের ঢালের নিম্নভাগে। এই বনভূমি দুটি পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যথাক্রমে ডিপ্টেরোকার্পাস্টার্বিনেটাস ও পালাকুইউস্পেলিয়ানথাম বর্গের উদ্ভিদ প্রজাতিগুলির দ্বারা গঠিত। কিন্তু ব্যাপক জুম চাষের কারণে এই বনাঞ্চল দ্রুত বাঁশ ঝোপ বা ক্ষণস্থায়ী উদ্ভিদের বনভূমিতে পরিণত হচ্ছে এবং এক ক্ষুদ্র এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

২.৭ জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নেমে আসা বিপদ

* ব্যাপক হারে জ্বালানি কাঠ এবং ছোটখাটো নানা ধরনের বনজ সামগ্রী সংগ্রহের পাশাপাশি বনাঞ্চলে পশুচারণ ও দলনের ফলে বনাঞ্চলের ওপর মানুষের চাপ বর্তমান বেড়ে গেছে। এর ফলে বহু প্রজাতির বসতিস্থানের পরিবর্তন ঘটছে। অকর্তৃত্বশীলভাবে মানুষের দ্বারা দ্রুত হারে বন ধ্বংস ও বসতি স্থাপনের বিষয়টি বন বিভাগ লক্ষ্য করেছে। উচ্চ এলাকাগুলিতে জুম চাষ, সমভূমিতে চাষাবাদ, পানের জুম চাষ এবং বেআইনিভাবে গাছপালা কাটাও বন বিভাগের নজরে এসেছে। এর ফলে বনাঞ্চলে প্রজাতির সংখ্যাগত সমৃদ্ধি, বনভূমির বিন্যাস এবং উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যাপক স্থানিক ও সময়কালীন পরিবর্তন ঘটছে।

* অকর্তৃত্বশীলভাবে ভাড়াটে বসানো এবং 'আধিয়ার' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধীরে ধীরে লোকে পরিপূর্ণ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, স্বীকৃত গ্রামবাসীরা নিজেরাই বেদখলের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। সময় যত পার হচ্ছে, এই পরিবারগুলির আকারও তত বেড়ে যাচ্ছে। আগে এইসব লোক অতিরিক্ত জমির জন্য অনুমতি নিত এবং বন বিভাগ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করে যথা সময়ে অতিরিক্ত জমি ব্যবহার করার আবেদন মঞ্জুর করত। বনাঞ্চল (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ বলবৎ হবার পর থেকে এই নিয়মটি ব্যাহত হয়। তখন থেকেই গ্রামবাসীরা একের পর এক টিলা দখল করে চলেছে এবং বেশি বেশি করে চাষের জমি বের করে নিচ্ছে।

*** রিয়াং শরণার্থী সমস্যা ঃ** হাইলাকান্দির দক্ষিণে মিজোরাম রাজ্য। এরাজ্যের জনসাধারণ প্রধানত খ্রীস্টান। এক শতাব্দী আগে এই রাজ্যের অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। এই ধর্মান্তরকরণের ফলে এই অঞ্চলে এক নতুন সামাজিক সংঘাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে, বিশেষ করে খ্রীস্টান উপজাতি ও অখ্রীস্টান হিন্দু উপজাতিগুলির মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা দেখা দেয়। অতীতে পি এন ভট্টাচার্য এই পরিকল্পনায় এই বনের সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। রিয়াং ও মিজো সম্প্রদায় পূর্বেও ছোট ও বড় আকারের সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

* ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের সংঘর্ষের পর প্রায় ৬৬টি (প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই সংখ্যা দুশো) রিয়াং শরণার্থী পরিবার ইনারলাইন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মুকাম ও ভৈরবী ব্লকে এসে আশ্রয় নেয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আগে থেকেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহহীন লোক আশ্রয় নিয়েছিল। মিজোরাম সীমান্তের ওপার থেকে যদি লাগাতার অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে নিকট ভবিষ্যতে সমগ্র মুকাম ও ভৈরবী ব্লক বেদখলকারীদের দখলে চলে যাবে। এই অঞ্চলে বন বিভাগ নিজের উপস্থিতি প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে। যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি শরণার্থীদের তাদের আগের জায়গায় ফেরৎ পাঠাতে হবে। (ডঃ ডব্লিউ পি ১৯৯৯-২০১০)। দ্রুতহারে নিশ্চিহ্ন হবার পথে উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর বহু প্রজাতি। এগুলিকে রক্ষা করার জন্য যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার রণকৌশল গ্রহণ করা জরুরি। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় বনাঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক এবং মানুষের তরফ থেকে আসা গুরুতর হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এর পরিণামে বেশ কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত হবার বিপদ দেখা দিয়েছে। কাজেই বৃক্ষবৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

৩। গ্রামের আর্থসামাজিক এবং জে এফ এম সির পরিচয়

৩.১ মূল তথ্য

কুকিছড়া জে এফ এম সি লালা রাজস্ব সার্কেলের অন্তর্গত। এটি একটি বনাঞ্চল গ্রাম এবং হাইলাকান্দি জেলায় অবস্থিত। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে ডিভিশনাল বন আধিকারিক (ডি এফ ও), হাইলাকান্দি তথা মুখ্য কার্যবাহী আধিকারিকের কার্যালয় কর্তৃক এই জে এফ এম সি পঞ্জীভুক্ত করা হয় (সারণি-৩-এ উল্লেখ করা পঞ্জীকরণ শংসাপত্র অনুযায়ী)। ০৬-০৬--০১৫ সালে আবার জে এফ এম সি পঞ্জীকরণ নবীকরণ করা হয়।

সারণি— ক ঃ জে এফ এম সির মূল তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয়	মূল তথ্য
১	জে এফ এম সি-র নাম	কুকিছড়া
২	বনাঞ্চল গ্রামের নাম	বাংলা ভাষা বন গ্রাম
৩	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম (ভিসিডিসি)	বরুণছড়া-কুকিছড়া
৪	রাজস্ব সার্কেল	কাটলিছড়া
৫	রাজসব মহকুমার	কাটলিছড়া
৬	জেলার নাম	হাইলাকান্দি
৭	বন বিভাগের	হাইলাকান্দি
৮	ফরেস্ট রেঞ্জের নাম	কুকিছড়া মণিপুর বাজার রেঞ্জ
৯	ফরেস্ট বিটের নাম	কুকিছড়া
১০	গঠনের বছর	২০০৫
১১	পঞ্জীকরণ নম্বর	এস এ সি / এইচ কেডি/২১
১২	জে এফ এম সির সীমার বিবরণ	উত্তর ঃ বরুণছড়া দক্ষিণ ঃ কান্নাবস্তি পশ্চিম ঃ খাটালতলি পূর্ব ঃ মিজোরাম

সূত্র ঃ জে এফ এম সি-র নথি এবং ২০১৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত পি আর এ অনুশীলনের আলোচনা

৩.২ কার্যবাহী কমিটি ও সাধারণ সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নিম্নোক্ত সারণিতে জে এফ এম সি-র কার্যবাহী কমিটি ও সাধারণ সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

সারণি - খ ঃ কার্যবাহী কমিটি ও সাধারণ সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নাম	বয়স	ঠিকানা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদ
শ্রী দোয়াজই রিয়াং	৭২	পিতা প্রয়াত কৃষ্ণজয় রিয়াং	তৃতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ	সভাপতি
শ্রী মনোজ কুমার সিনহা	৫০	পিতা প্রয়াত মান্য সিনহা ফোন নম্বর ঃ ৯৪৩৫২০৭৫০৫	হায়ার সেকেন্ডারি	সদস্য সচিব
শ্রী আহান্দ রিয়াং	৫৫	পিতা প্রয়াত প্রিলাম্বরিয়াং	পঞ্চম শ্রেণী	সদস্য
শ্রী ঢোলা রিয়াং	৫৫	পিতা রোসেমারি রিয়াং	শূন্য	সদস্য
শ্রী ফাল্গুনী রিয়াং	২০	পিতা গোপাল রিয়াং	মাধ্যমিক	সদস্য
শ্রীমতি পুখুটে রিয়াং	৪১	স্বামী সিস্টে রাই রিয়াং	শূন্য	সদস্য
শ্রী ফুইল্যাংড়াই রিয়াং	৬৮	প্রযত্নে সুকজয় রিয়াং	শূন্য	সদস্য
শ্রী আঁকাজোয় রিয়াং	৬৫	প্রযত্নে পূর্ণজয় রিয়াং	শূন্য	সদস্য
শ্রী সুন্দরম রিয়াং	৪৫	প্রযত্নে নেড়োজোয় রিয়াং	পঞ্চম শ্রেণী	সদস্য
শ্রী জয়ন্ত রিয়াং	৪৪	প্রযত্নে পুলম্বা রিয়াং	পঞ্চম শ্রেণী	সদস্য
সমিতি দেলোয়ারঙ্গ রিয়াং	১৯	প্রযত্নে দোনহলা রিয়াং	অষ্টম শ্রেণী	সদস্য

সূত্র ঃ জে এফ এম সি রেকর্ড

৩.৩ পরিবার এবং জনসংখ্যার বিন্যাস

গ্রামে ১৬১টি পরিবাব বয়েছে, যার মধ্যে এর মধ্যে ৬৩টি-র সমীক্ষা চানানো হয়েছে। এদের মধ্যে ৮ টি পরিবার বি পি এল (দারিদ্র সীমা রেখার নিচে)।

সারণি — গ ঃ জে এফ এম সি-র জনবিন্যাসের বিবরণ

জন বিন্যাস

জাতি / সম্প্রদায়	পরিবার	পুরুষ	মহিলা	মোট
সাধারণ	০	০	০	০
ও বি সি	০	০	০	০
তফশিলি জাতি (SC)	০	০	০	০
তফশিলি উপজাতি (ST)	৫৯	১৭৪	১৬৬	৩৪০
সংখ্যালঘু	০	০	০	০
অন্যান্য	৪	১৩	১২	২৫
মোট	**৬৩**	**১৮৭**	**১৭৮**	**৩৬৫**

পরিবার মোট জনসংখ্যা ৩৬৫ টি, যার মধ্যে ১৮৭ জন পুরুষ এবং বাকিরা মহিলা সদস্য।

এই তথ্য থেকে দেখা যায় ঃ

(১) পরিবার পিছু গড় সদস্য সংখ্যা ৬

(২) লিঙ্গানুপাত হল, প্রতি ১০০জন পুরুষের বিপরীতে মহিলা ৯৫জন।

সারণি — ঘ ঃ বয়স বিন্যাস

বয়স শ্রেণী	< ৫ বছর	৫-১৮ বছর	১৮-৪৫ বছর	৪৫-৬০ বছর	> ৬০ বছর
পুরুষ	২৮	৫৫	৫৪	২২	১৪
মহিলা	১৬	৬৪	৬৫	১১	৯
মোট	৪৪	১১৯	১১৯	৩৩	২৩

৩.৪ শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন

সীমাক্ষার তথ্য অনুযায়ী গ্রামের ৬৬ শতাংশেরও বেশি লোক সাক্ষর। সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ সদস্য স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা লাভ করেছে। অন্য দিকে, অপেক্ষাকৃত কম পরিবারের সদস্য কলেজ শিক্ষা লাভ করেছে।

সারণি - ঙ ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ

বয়স শ্রেণী	প্রাথমিক	মধ্য	উচ্চ	হায়ার সেকেন্ডারি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	নিরক্ষর
< ২৫ বছর পুরুষ	০	২১	৭	০	০	০	৮
< ২৫ বছর মহিলা	৪৬	৮	৪	১	০	০	২৮
> ২৫ বছর পুরুষ	০	১২	১০	১	০	০	৩০
> ২৫ বছর মহিলা	৫	০	৪	০	০	০	৫৭
মোট	৫১	৪১	২৫	২	০	০	১২৩

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই ধরনেই জীবিকার দক্ষতা আহরণ করা হয়েছে। জে এফ এম সি এলাকায় অনানুষ্ঠানিক দক্ষতার অর্থ হল পরম্পরাগত উপায়সমূহ। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে এইসব লোক পরম্পরাগত দক্ষতা আহরণ করেছে ঃ

ক) কৃষি

খ) কাঠের কাজ

রাষ্ট্র ও রাজ্যে আনুষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে সরকার সক্রিয় রয়েছে।

৩.৫ জমি ব্যবহারের ধরন

জনসংখ্যা মূলত কৃষি ও গবাদি পশুর ওপর নির্ভরশীল ঃ

গ্রামে জমি ব্যবহারের ধরন নিম্নরূপ ঃ

ফসলের জমি ঃ ১৩.৫ হেক্টার

বৃক্ষাচ্ছাদিত জমি ঃ ১৬ হেক্টার

বসতি জমি ঃ ১৩.৫ হেক্টার

জলাশয় ঃ ৪ হেক্টার

অনুর্বর পতিতজমি ঃ ১৩.৩ হেক্টার

অন্যান্য ঃ জনসংখ্যা মূলত কৃষি এবং গবাদিপশুর ওপর নির্ভরশীল।

৩.৬ ভূমি মালিকানার ধরন

ভূমি মালিকানার ধরনের তথ্য নিম্নরূপ ঃ

* ৫৮ জন প্রান্তিক কৃষক (এদের জমি ২ হেক্টারেরও কম)

* ৫ জন ক্ষুদ্র কৃষক (জমির পরিমাণ ২-১০ হেক্টার)

৩.৭ গবাদি পশু

গ্রামবাসীদের দ্বারা পালিত গবাদি পশুর প্রধান ধরন নিম্নরূপ ঃ

গবাদি পশুর বিশদ বিবরণ

গাভী	বলদ	ছাগল	শূকর	ভেড়া	হাঁস
৬০	৮	৫১	৫০	৫	৬

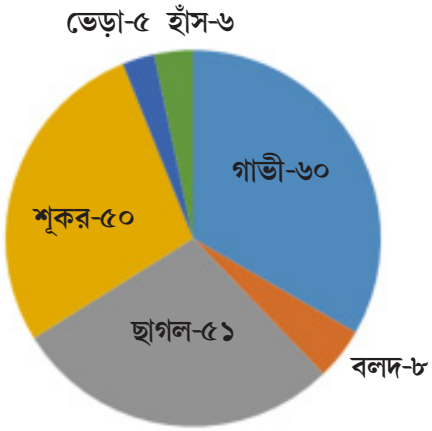

৩.৮ গ্রামের পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

যেকোনো জনসমাজেই পর্যাপ্ত মৌলিক পরিকাঠামোই নির্বাহক্ষম জীবিকার উপায়গুলির বিকাশে সাহায্য করে। কিন্তু এই গ্রামে বর্তমান পরিকাঠামোর অবস্থা সন্তোষজনক নয়। গ্রামটির পরিকাঠামোর বর্তমান অবস্থা নিচে তুলে ধরা হল।

সারণি — চ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো

ক্রমিক নং	পরিকাঠামো	অবস্থিতি (গ্রামের বাইরে বা ভেতরে)	সংখ্যা (যদি প্রযোজ্য)	যদি বাইরে-গ্রাম থেকে আনুমানিক দূরত্ব (মিঃ/ কিলোমিটার)	ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা
১	বাস স্ট্যান্ড	কাটলিছড়া		৩৫ কিঃ মিঃ	-
২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	কাটলিছড়া		৩৫ কিঃ মিঃ	-
৩	প্রাথমিক স্কুল	ভেতরে	৩	০ কিঃ মিঃ	শোচনীয়
৪	মধ্য স্কুল	কাটলিছড়া		৩৫ কিঃ মিঃ	-
৫	হাইস্কুল	কাটলিছড়া		৩৫ কিঃ মিঃ	-
৬	হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল	কাটলিছড়া		৩৫ কিঃ মিঃ	-
৭	কলেজ	কাটলিছড়া		৩৫ কিঃ মিঃ	-
৮	পোস্ট অফিস	কুকিছড়া		২০ কিঃ মিঃ	-
৯	ব্যাঙ্ক	মণিপুরী		২২ কিঃ মিঃ	-
১০	টেলিফোন	ভেতরে			শোচনীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক
১১	অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	ভেতরে	২		চালু রয়েছে
১২	গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	বাইরে		২০ কিঃ মিঃ	কুকিছড়া
১৩	রাজস্ব সার্কেল অফিস	বাইরে		৩৫ কিঃ মিঃ	কাটলিছড়া
১৪	পুলিশ ফাঁড়ি / থানা	বাইরে		৩৫ কিঃ মিঃ	কাটলিছড়া
১৫	ফরেস্ট বিট অফিস	বাইরে		২২ কিঃ মিঃ	মণিপুর
১৬	ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস	বাইরে		২২ কিঃ মিঃ	মণিপুর
১৭	রেল স্টেশন	বাইরে		৩৬ কিঃ মিঃ	কাটলিছড়া
১৮	পানীয় জলের উৎস	ভেতরে			তিনটি কুয়ো, একটি নদী
১৯	কমিউনিটি হল	নেই			
২০	বিদ্যুৎ সংযোগ থাকা আবাস	নেই			
২১	স্ট্রীট লাইট	নেই			
২২	ট্র্যাক্টরের সংখ্যা	নেই			
২৩	পাওয়ার টিলারের সংখ্যা	নেই			
২৪	জেলা সদর	বাইরে		৭০ কিঃ মিঃ	হাইলাকান্দি
২৫	গাড়ির সংখ্যা (কার/ট্রাক)	নেই			
২৬	মন্দির/গীর্জা/মসজিদ/ নামঘর	ভেতরে			১০ টি মন্দির, ১ টি গীর্জা
২৭	জে সি বির সংখ্যা	নেই			
২৮	নিকটবর্তী বাজার			৩৫ কিঃ মিঃ	কাটলিছড়া

এই তথ্যগুলি গ্রামের পরিকাঠামোর বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরেছে।
উপরের সারণিতে গ্রামের পরিকাঠামোর নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখনীয় ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ঃ গ্রামের বসতি পায়ে চলা রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, মোবাইল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোগুলি থেকে বঞ্চিত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অতি নগণ্য। সরকারি যানবাহন পর্যাপ্ত নয়। গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য সাইকেল ব্যবহার করতে হয়।

সরকারি অফিস ঃ সরকারি অফিসগুলি (যেমন থানা, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, রাজস্ব অফিস, ফরেস্ট বিট অফিস ইত্যাদি) যথেষ্ট দূরে এবং নিকটবর্তী এলাকা থেকে নিয়মিত সরকারি যান-বাহন না পাওয়ায় গ্রামের মানুষের ব্যাপক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঃ ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস বসতি এলাকা থেকে যথেষ্ট দূরে। ফলে গ্রামের বাসিন্দাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা পোস্টাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট নেই।

৩.৯ কৃষি/ফসল

গ্রামে প্রধানত নিম্নোক্ত শস্যগুলি চাষ করা হয়।

খারিফ ফসল ঃ ধান

রবি ফসল ঃ শালি ধান

অন্যান্য ঃ কলা

অধিকাংশ ফসল উৎপাদনই বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল

উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

ধান উৎপাদন ঃ ৩২৪০০ কিলোগ্রাম। ফলনের পরিমাণ হেক্টার পিছু ২৪০০ কিলোগ্রাম

৩.১০ পশুখাদ্যের পর্যাপ্ততা

গ্রামের পশুখাদ্যের প্রধান উৎসগুলি নিম্ন রূপ ঃ

ক) বনভূমি

খ) নিকটবর্তী এলাকা

গ) স্থানীয় এলাকা

৩.১১ বাজার

সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত প্রধান বাজার নিম্নরূপ ঃ

ক) মুদির দোকান ঃ কথাটোলি ৮ কিলোমিটার দূরে (যদি অন্য গ্রামে)

খ) সাপ্তাহিক বাজার ঃ ভিতরে ০ কিলোমিটার দূরে

গ) প্রধান বাজার ঃ কাটলিছড়া ৩৫ কিলোমিটার দূরে।

৩.১২ জলের উৎস

জলের প্রধান উৎসগুলি নিম্ন রূপ ঃ

ক) জলধারা ঃ পরিবারের সংখ্যা ৩৪ (জলের পর্যাপ্ততা ঃ মরসুমি)

খ) নদী ঃ পরিবারের সংখ্যা ২৭ (জলের পর্যাপ্ততা ঃ মরসুমি)

৩.১৩ শক্তির (জ্বালানি) উৎস

গ্রামে শক্তির প্রধান উৎসগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

ক) জ্বালানি কাঠ ঃ সব পরিবারের দ্বারা ব্যবহৃত

খ) কেরোসিন তেল ঃ সব পরিবারের দ্বারা ব্যবহৃত

৩.১৪ আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সামাজিক গঠন ঃ গ্রামটিতে প্রধানত বাঙালি সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদের মধ্যে জাত-পাত ব্যবস্থা নেই। সমাজে গভীর সামাজিক বিভাজন নেই। নারীর অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। জীবিকার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পরিবার পিছু বার্ষিক আয় ৩৬,০০০ টাকা। জীবিকার জন্য বেকার যুবকরা মেট্রো চহরে চলে যাচ্ছে।

৪। জীবিকা সম্পদের তথ্য ও দুর্বলতার দিকগুলি

গ্রামের জীবিকা সম্পদ এবং সেগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই অংশে দুর্বলতার দিকগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ জীবিকা সম্পদগুলির বিশ্লেষণ

নির্বাহক্ষম জীবিকা নির্দেশিকা (এস এল এফ) অনুযায়ী যেকোনো গ্রামে জীবিকা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি জীবিকা সম্পদ দরকার। এগুলি হল— মানব সম্পদ, আর্থিক মূলধন, সামাজিক মূলধন, প্রাকৃতিক মূলধন এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন। এই পাঁচটা মূলধনের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

মানব সম্পদ ঃ

কুকিছড়া গ্রামে প্রথম লক্ষণীয় দিকটি হল যে এখানে সাক্ষরতার হার ৬৬.৩ শতাংশ। যদিও অধিকাংশ লোক স্কুল পর্যায়র শিক্ষা লাভ করেছে, কিন্তু কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছবিটা একই রকম নয়। গ্রামে কর্মক্ষম বয়সের (১৮-৬০) লোকের হার ৪৪.৯৭ শতাংশ যা ভবিষ্যৎ বিকাশের বড় সম্ভাবনা বহন করছে।

পরম্পরাগত দক্ষতা কৃষি ও কাঠের কাজেই এই গ্রামের মানুষ দক্ষ এবং এই কাজগুলিই তাদের জীবিকা অর্জনের সহায়ক। গ্রামে মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণ করা জরুরি।

প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন ঃ গ্রামটিতে পরিকাঠামো হিসেবে সড়ক ও বিদ্যুতের মতো কিছু মৌলিক সুযোগসুবিধার অভাব রয়েছে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস এমনকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও রয়েছে এই গ্রাম থেকে অনেক দূরে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও অবস্থা একই রকম। মাত্র তিনটি প্রাথমিক স্কুল এই গ্রামে রয়েছে। আরও অধিক পড়াশুনার জন্য গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক দূরে যাতায়াত করতে হয়। এমনকি কুকিছড়া গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনের মৌলিক চাহিদা গুলি পূরণ করতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়, যা সত্যিই খুবই কঠিন। কাজেই মানুষের জীবন উন্নততর করার জন্য এই এলাকার পরিকাঠামোগুলি গড়ে তোলার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

সামাজিক মূলধন ঃ সামাজিক মূলধন হিসেবে বলতে গেলে এই গ্রামটিতে মাত্র একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে। কোনো কমিউনিটি হল নেই। এর ফলে গ্রামের মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতিও অটুট রয়েছে।

আর্থিক মূলধন ঃ গ্রামটিতে আর্থিক মূলধন সন্তোষজনক নয়। একটি ব্যাঙ্কের শাখা বা পোস্ট অফিস না থাকায় গ্রামের মানুষ অসুবিধা ভোগ করছে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা নিতে গ্রামবাসীরা সক্ষম নয়। নিকটবর্তী ইউ বি আই এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শাখাও রয়েছে কুকিছড়া থেকে ৩৫ কিঃ মিঃ দূরে কাটলিছড়ায়।

প্রাকৃতিক মূলধন ঃ গ্রামের নিকটবর্তী বনাঞ্চল এলাকা বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদে সমৃদ্ধ। এসবের মধ্যে আছে নানা প্রজাতির গাছপালা, ভেষজ উদ্ভিদ, লতা জাতীয় উদ্ভিদ ও বাঁশ। গ্রামের জমি উর্বর এবং গ্রামবাসীরা ধান চাষেই বেশি আগ্রহী। মোট ধান উৎপাদন ১৩৩৮০০ কিঃ গ্রাঃ। প্রধান বাজারটি অনেক দূরে যা গ্রামবাসীদের জন্য খুবই অসুবিধাজনক। জলের প্রধান উৎস জলধারাগুলি ও নদীর জলই গ্রামবাসীরা ব্যবহার করেন। উপযুক্ত জলসরবরাহ ব্যবস্থা থেকে গ্রামবাসীরা বঞ্চিত।

৪.২ জীবিকা সম্পদের পঞ্চভূজ

গ্রামটির পাঁচ প্রকার জীবিকা সম্পদের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করে একটি জীবিকা পঞ্জভূজ তৈরি ও অধ্যয়ন করা হয়েছে। এই জীবিকা পঞ্চভূজ সুষম নয়। গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা যথোপযুক্ত জীবিকার রণকৌশল ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেই ব্যবধানগুলিকে দূর করা যেতে পারে।

৪.৩ দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতগুলির বিশ্লেষণ

কুকিছড়া গ্রাম বেশ কিছু দুর্বলতার সম্মুখীন হয়েছে। এসব দুর্বলতা গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিককে সংকুচিত করে তুলেছে। বন্যপ্রাণীর উপদ্রব এর অন্যতম। বুনোশুয়োর ও হাতির উপদ্রবের ফলে শস্য ক্ষেত নষ্ট হছে। অনুন্নত অনাময় এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগতার অভাবের কারণে হামেশাই গ্রামের মানুষ ম্যালেরিয়া ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন এখানে জলও জমে যায়। এর ফলে, এবং বিশেষ করে বর্ষার মরসুমে গ্রামবাসীদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৪.৪ মরসুম ভিত্তিক কৃষি পঞ্জিকা

অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি মরসুমভিত্তিক কৃষিপঞ্জিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কৃষি পঞ্জিকায় গ্রামে মরসুম ভিত্তিক বিভিন্ন শস্য উৎপাদন ও দুর্বলতার দিকগুলির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামে উৎপাদিত প্রধান ফসলগুলি হল ধান। আউস, শালি ও বোরো ধান চাষ করা হয়। মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত আউস

ধানের চাষ করা হয় এবং বছরের বাকি অর্ধাংশ অর্থাৎ জুলাই থেকে নবেম্বর মাস পর্যন্ত শালি ধানের চাষ করা হয়। জানুবারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বোরো ধানের চাষ করা হয়। এইদর প্রধান ফসল ছাড়াও সারা বছব ধরে কলার চাষ করা হয়। গ্রামবাসীদের বন্যপ্রাণীর উপদ্রবের মুখোমুখি হতে হয়। হাতি ও বুনো শুয়োরের উপদ্রবের ফলে শস্য বিনষ্ট হয়।

কুকিছড়া জে এফ এম সির ঋতু অনুশারি পঞ্জিকা

মাস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নবে	ডিসে
						শালি ধান						
ফসল			আউস ধান									
	বোরো ধান											
ফল	কল											
বন্যপ্রাণীর উপদ্রব	হাতি								হাতি			
	বুনো শুয়োর											

৫। বর্তমান পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি

ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা, এগুলির রূপায়ণ পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে প্রধান হল, রাজ্যের বনাঞ্চল এলাকায় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং নির্বাহক্ষম বিকাশের জন্য প্রণয়ন করা সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা। বন্যপ্রাণী নিবাস এলাকায় এই পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকায় বলা হয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ পরিকল্পনা। তাছাড়া বনাঞ্চল গ্রামগুলিতে বন বিভাগের দ্বারা রূপায়ণ করা হয়, এমন আরও কিছু পরিকল্পনাও আছে। এগুলি হল, উপজাতি উপ-পরিকল্পনা (টি এস পি) ও তফশিলি জাতি পরিকল্পনা (এস সি পি)। অন্য আরও কয়েকটি বিভাগ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শক্তি, সেচ ও জীবিকা পরিষেবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই বিভাগগুলি সচরাচরই বনাঞ্চল গ্রামগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করে।

অসম যৌথ (জনতার অংশগ্রহণ) বন ব্যবস্থাপনা বিধি, ১৯৯৮ অসমে বলবৎ হবার পর যৌথ বন ব্যবস্থাপনার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ২০০২ সালে জে এফ এম সি ও ই ডি সি গঠন করা হয়। এর আগে কিছু কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে যৌথ বন ব্যবস্থাপনা গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বা জে এফ এম সার্কেল গঠন করা হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বিধি, ২০১৪র মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা রূপায়ণে গুরুত্ব দেবার পাশাপাশি এর রূপায়ণের জন্য বিশদ নীতি-নির্দেশিকাও গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ২০১৪ সালের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বিধির নীতি-নির্দেশিকা ও বিধি নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছিল।

৫.১ কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্ক

সাবেক কাছাড় বন বিভাগকে বিভক্ত করে ১৯৮১ সালে হাইলাকান্দি বন বিভাগ গঠন করা হয়। এর আগে এই বিভাগের বনাঞ্চল এলাকাগুলি কাছাড় বন বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হত। জে এফ এম সি মূলত কাটাখাল সংরক্ষিত বনাঞ্চলেই পড়ে। এম কে যাদবের দ্বারা প্রণীত করিমগঞ্জ বন বিভাগের (১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০১০-১১) কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হয়। এই বিভাগের এটাই হল সর্বশেষ পরিকল্পনা। এই কর্মপরিকল্পনায় প্রায় বিনষ্ট বনভূমি এলাকা অথবা বেদখল এলাকাসহ সমস্ত বনাঞ্চল গ্রামগুলিকে 'এনার্জি প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কিং সার্কেলে'র (ই পি ডব্লিউ সি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী শিমূল, ইরিথ্রিনা, ডিলেনিয়া, ম্যাঙ্গিফেরা, আঝার ইত্যাদির দ্বারা এই বনাঞ্চল গঠিত। এর কিছু এলাকা বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ও টিলা পরিবেষ্ঠিত। এর কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে অন্যান্য গাছপালার সঙ্গে বাঁশঝোপও রয়েছে। কর্ম পরিকল্পনায় এইসব এলাকায় ম্যালুটাস অ্যাল্‌বা, আইলানথাস এক্সেল্‌স, আকাসিয়া, অ্যাম্বোসেফালাস কদম্ব ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির গাছ রোপণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেগুলি হল জ্বালানি কাঠের প্রজাতি এবং জ্বালানি কাঠের জন্যই এগুলি উৎপাদন করা হয়। কর্ম পরিকল্পনায় এই এলাকার খালি মাঠ (বন্দ), কৃষিভূমি, রাস্তার দুপাশের জায়গাগুলি এবং বনাঞ্চলের বহিঃসীমা সংলগ্ন জায়গা ইত্যাদিসহ খালি স্থান গুলিতে অ্যাগ্রো-ফরেস্ট্রি মডেল গড়ে তোলারও পরামর্শ দেওয়া হয়। যেসব গাছপালা দ্রুত বেড়ে ওঠে সেধরনের প্রজাতির গাছই রোপণের পরামর্শ দেওয়া হয়। কর্মপরিকল্পনায় স্বল্পকালের পর্যায়ক্রমিক বন চাষের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়, যেগুলি গাছ ১০ বছর পর পর কেটে ফেলে ফের নতুন করে রোপণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় অনুমান করা হয়, প্রতি ১০ বছরে প্রতি হেক্টার জমিতে ২৭৫ সি ইউ এম যেরও বেশি উৎপাদন হবে।

বিধানসমূহ ঃ ই পি ডব্লিউ সি এলাকাগুলির জন্য নিম্নোক্ত বিধানগুলির সুপারিশ করা হয়।

১) দ্রুত বেড়ে ওঠা প্রজাতি রোপণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

২) অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি মডেল গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

৩) দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির চারা উৎপাদন বিভাগীয়ভাবে অথবা বেসরকারি উৎপাদকদের দ্বারা করতে হবে।

৪) কম গাছপালা থাকা পাতলা বন এলাকাগুলিকে স্থানীয়ভাবে পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

৫) সেগুন গাছ রোপণ করা চলবে না।

৬) গাছ কাটার জন্য বন সংরক্ষক অনুমতি দিতে পারেন।

৭) কোনো ব্যক্তি রোপণ করা গাছের ওপর মালিকানা দাবি করতে পারবে না। উৎপাদিত বনজ সামগ্রী অসম যৌথ (জনতার অংশগ্রহণ) বন ব্যবস্থাপনা বিধি, ১৯৯৮ অনুযায়ী স্থানান্তর করতে হবে।

৮) রোপণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্র ৩৯০ হেক্টার।

অন্যান্য কর্মপ্রকল্প সার্কেল

কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে আছে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক ওয়ার্কিং সার্কেল। যেমন, নন উড ফরেস্ট প্রডিউস ওভারল্যাপিং ওয়ার্কিং সার্কেল (এন ডব্লিউ এফ পি ও ডব্লিউ সি), ব্যাম্বু ওভারল্যাপিং ওয়ার্কিং সার্কেল (বি ও ডব্লিউ সি) এবং ফরেস্ট ভিলেজ রেগুলেশন অ্যান্ড এনক্রোচমেন্ট ওভারল্যাপিং ওয়ার্কিং সার্কেল। এসব ছাড়াও আছে বিবিধ বিধান, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'বন সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ কমিটি গঠন' এবং 'বনাঞ্চল গ্রাম ব্যবস্থাপনা'। এই বিধানগুলি থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল ঃ

১) কমিটিগুলির মাধ্যমে সমস্ত ক্ষেত্রীয় কাজগুলির রূপায়ণ।

২) জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার জন্য সুসংহত জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা (আই ডব্লিউ এম) গ্রুপ গঠন করতে হবে।

৩) বাঁশ সরবরাহের জন্য শ্রমিক সমবায় গঠন করতে হবে।

৪) বনাঞ্চল গ্রাম রেজিস্টার, জমাবন্দী রেজিস্টার নবীকরণ করতে হবে।

৫) প্রতি পাঁচ বছর পর পর বনাঞ্চল গ্রামে আদম সুমারি করতে হবে।

৬) আদম সুমারির পাশাপাশি গবাদি পশুর সংখ্যাও গণনা করতে হবে এবং গ্রামের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা নথিভুক্ত করতে হবে।

অতিরিক্ত প্রস্তাব

কর্ম পরিকল্পনায় জলবিভাজিকা ভিত্তিক ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জলাশয়গুলির বেশির ভাগই রয়েছে গেন্ডাইছড়া, লালছড়া, কুকিছড়া এলাকায়। অধিকাংশ জলবিভাজিকাগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। প্রশাসনিক পরামর্শ অনুযায়ী জলবিভাজিকা ক্ষেত্রগুলি দায়িত্বশীলতার ইউনিট হতে হবে।

৫.২ বন বিভাগের অতীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

জাতীয় বাঁশ মিশনের অধীনে (ন্যাশনাল ব্যাম্বু মিশন) বন বিভাগ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যন্ত রোপণের কাজ সম্পন্ন করেছে। ওই বছরেই এন বি এম ক্ষতিগ্রস্ত বাঁশ ঝাড়গুলি উন্নতকরণের কাজ হাতে নেয়। এ পি এফ বি সি-র আওতায় ২০১৫-১৬ সালে হাইলাকান্দির ১০টি জে এফ এম সি-তে জ্বালানি কাঠের গাছ রোপণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত তথ্য নিচে দেওয়া হল।

বন বিভাগের কর্মসূচিসমূহ

NBM Plantation									NBM Imp. of degreded bamboo						Total	APFBC(FW)	SMPB	G.Total	Name of JFMC
06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	12-13	12-13	13-14	Total	06-07	07-08	08-09	09-10	13-14	Total	NBM	15-16	15-16	Phy.(Ha)	
10	15	10		11			10	56	10	10		20		40	96	20		261	N. Bagbahar
10	15	10	20	12			10	77	20	10		20		50	127	20		302	O. Bagbahar
5	5			12		20	10	52			40	20	20	80	132	20	15	309	Protappur
10	10	10	20	12		50	10	122			36	20	20	76	198	30		328	Dhalcherra
5							10	15					20	20	35	20		180	Borthal
5	5			12		10	10	42	20	10		20	20	70	112	20		247	Bilaipur
5								5							5	20		250	Kacharithal
5	10							15	10	10				20	35	30		250	Nunai
10	15					30		55							55	43		169	Kukicherra
10						30	10	50	20	15			20	55	105	50		307	Barruncherra

বন বিভাগ এ পি এফ বি সি প্রকল্পের অধীনে ২০১৫-১৬ বর্ষে সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিও হাতে নেয়।

আসাম প্রজেক্ট অন ফরেস্ট অ্যান্ড বায়ো-ডাইভার্সিটি কনজারভেশন সোসাইটি-র প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট হাইলাকান্দি বন বিভাগের অধীনস্থ জে এফ এম সি পর্যায়ে নার্সারি ও উদ্যানশস্য রোপণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এর জন্য ব্যয় করা হয় ২০৬,৮০০/- টাকা (দুলক্ষ ছয় হাজার আঠশো)। ২০১৬ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে হাইলাকান্দির কৃষি বিভাগ চারটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়। মোট

১৬৪জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৫.৩ অন্যান্য বিভাগের কর্মসূচি ঃ

উপজাতি উপপরিকল্পনা ঃ অতীতে এই বিভাগের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের উপজাতি উপপরিকল্পনার কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে টি এস পি স্কিমের অধীনে কুয়ো খনন, সড়ক উন্নতকরণ, নিম্ন প্রাথমিক স্কুল নির্মাণ ইত্যাদি কাজগুলি সম্পন্ন করা হয়েছে। এইসব কাজ বাবদ বাজেট ধার্য করা হয়েছিল ৩৬৮,০০০.০০ টাকা।

২০০৯-১০ বর্ষের উপজাতি উপপরিকল্পনার আওতাভুক্ত কর্মসূচিসমূহ

বনাঞ্চল গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি								
ক্রমিক নং	বনাঞ্চল গ্রামের নাম	কাজের বিবরণ						
		সড়ক		কালভার্ট		বাজারের শেড		মোট
		পরিমাণ	কিঃ মিঃ	পরিমাণ	ইউনিট	পরিমাণ	ইউনিট	
১	বরথল	৬.৩৬		১.২৫	১			৭.৬১
২	বেলাইপুর	৬.৩৬		১.২৫	১			৭.৬১
৩	প্রতাপপুর	৬.৩৬		১.২৫	১			৭.৬১
৪	ধলছড়া টিপ্রাপুঞ্জি	৬.৩৬		১.২৫	১			৭.৬১
৫	লালপানি	৬.৩৬				৬.৩৬	১ (পি)	৯.৬২
৬	ধলছড়া	৬.৩৬				৬.৩৬	১ (পি)	৯.৬২
৭	নক্সাটিলা	৬.৩৬		১.২৫	১			৭.৬১
৮	পুরান বাগবাহার	৬.৩৬		১.২৫	১			৭.৬১
৯	নয়া বাগবাহার	৬.৩৬		১.২৫	১			৭.৬১
১০	নওগাঁও	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			৭.৬১
১১	লালছড়া	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			৭.৬১
১২	কাছারিথল	৬.০৯	১.৭০	১.২৫	১	৩.২৩	১ (পি)	৯.৩২
১৩	লুনাই	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			৭.৬১
১৪	বরুণছড়া	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			৭.৬১
১৫	ঝালনাছড়া	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			৭.৬১
১৬	কুকিছড়া	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			৭.৬১
১৭	খাড়মুরা	৬.৩৬	১.৭০		১	৩.২৬	১ (পি)	৯.৬২
১৮	দত্তপুর	৬.৩৬	১.৭০	১.২৫	১			৭.৬১
১৯	জ্যাকবপুর	৬.৩৬	১.৭০	১.৩৮	১			৭.৭৪
২০	রামনাথপুর	৬.৩৬	১.৭০	১.৫০	১			৮.৮৬
	মোট	১২৬.৯৩	৪.০০	২১.৩৮	১৬	১৩.০১	৪ (পি)	১৬১.৩২

সূত্র ঃ ডি এফ ও কার্যালয়, হাইলাকান্দি বন বিভাগ

কুকিছড়া যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি

হাইলাকান্দি বন বিভাগ, দক্ষিণ অসম সার্কেল

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা

(২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত)

অংশ - **II**

৬। ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ, সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং বিপদ (SWOT) এবং ব্যবধান বিশ্লেষণ

৬.১ ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

একেকটি গ্রাম পর্যায়ের ক্ষুদ্র পরিকল্পনা হল গ্রামোন্নয়ন ও বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা যা হল প্রয়োজনভিত্তিক, স্থান ভিত্তিক এবং উপলব্ধ সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু পরিকল্পনার ইউনিটটি ক্ষুদ্র, তাই এটাকে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বলা হয়। ক্ষুদ্র পরিকল্পনা দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা করে ঃ

১) জীবিকা উন্নত করা

২) জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা

বর্তমান ক্ষুদ্র পরিকল্পনা জনসমষ্টির পুরুষ ও মহিলাসহ সমস্ত সদস্য সমবেতভাবে তৈরি করেছে। এই দলিল ২০১৬ সালের মে মাসে জনতা ও রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ নিধির (আর জি ভি এন) কর্মচারীদের দ্বারা অংশগ্রহণ মূলক গ্রামীণ মূল্যায়ণ (পি আর এ)র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। এর পর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

ক) প্রকল্পর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা এবং জনসম্প্রদায় ও তাদের পরিপ্রেক্ষিত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে তাদের সহযোগিতা লাভের জন্য ২০১৬ সালের মে মাসে জনসম্প্রদায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়।

খ) প্রাপ্ত নমুনা/কাঠামো (ফরম্যাট) অনুযায়ী সম্প্রদায় ও তাদের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

গ) এর পর সংগৃহীত তথ্যগুলির বৈধতা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করে পরীক্ষা করা হয়।

ঘ) জনতার অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা।

ঙ) প্রকল্পের নীতি-নির্দেশিকার ভিত্তিতে আর জি ভি এন ক্ষুদ্র পরিকল্পনা সংকলন করেছে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে গৃহীত করার লক্ষ্যে এই দলিল আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

৬.২ চাহিদা মূল্যায়ণ এবং ব্যবধান বিশ্লেষণ

সম্পদ মূল্যায়ণ, সক্ষমতা মূল্যায়ণ, জীবিকা সম্পদের ম্যাপিং এবং গ্রুপ আলোচনায় গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে দুর্বলতার দিকগুলির পর্যালোচনা, পি আর এ অনুশীলনের ভিত্তিতে গ্রাম পর্যায় ও পরিবার পর্যায়ের সমীক্ষা, চাহিদা মূল্যায়ণ, ব্যবধানগুলির বিশ্লেষণ এবং এস ডব্লিউ ও টি বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই কর্ম পরিকল্পনা, জীবিকা, গ্রামোন্নয়ন রণনীতি এবং বন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রযোজনীয়তার পর্যালোচনা ঃ

ক) সামর্থ্য গড়ে তোলা ঃ বনাঞ্চল ও জৈব বৈচিত্র্য, স্থিতিশীল উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গ ইস্যু, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ডব্লিউ এ টি এছ এ এন- যের গুরুত্ব, মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ, বন্যা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত সজাগতা কর্মসূচির মাধ্যমে সম্প্রদায়গুলির সক্ষমতা গড়ে তোলা হয়। গ্রামোন্নয়নের জন্য এই বিষয় সম্পর্কে কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ) দক্ষতা উন্নয়ন ঃ জীবিকার উন্নতির জন্য কর্ম পরিকল্পনায় উল্লেখ করা প্রস্তাবে জীবিকার দক্ষতার নিয়মিত পর্যালোচনা করা, সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবার কথা বলা হয়েছে।

ব্যবধান বিশ্লেষণ ঃ

ক) শোচনীয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো

খ) উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব

গ) আধুনিক কৃষি কলাকৌশল লাভের সুযোগ নেই

ঘ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি

৬.৩ সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং বিপদ (SWOT) পর্যালোচনা

জনসমষ্টির পুরুষ ও মহিলাসহ সকল সদস্যের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এস ডব্লিউ ও টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সক্ষমতা

১) একক সম্প্রদায় সমাজ

২) পরম্পরাগত কারিগরি জ্ঞান

দুর্বলতা

১) শোচনীয় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

২) শোচনীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

৩) ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার সুযোগ নেই

সুযোগ সুবিধা

১) যথোপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

২) নার্সারি উন্নয়ন

৩) সেলাই কাজ ও হস্তশিল্পসহ দক্ষতা উন্নয়ন

বিপদগুলি

১) বেদখল

২) জন আবদ্ধ থাকা

৩) মহামারী-যোগ

৬.৪ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ণ (PRA) কর্মসূচি

গুয়াহাটির আর জি ভি এন টিম কুকিছড়ায় পি আর এ অনুশীলন সম্পন্ন করেছে। নিচে তার বিবরণ দেওয়া হল ঃ

তারিখ ঃ ১৩-০৬-২০১৬

স্থান ঃ কুকিছড়া

উপস্থিত সদস্য ঃ ৮৫

যারা উপস্থিত ছিলেন ঃ জে এফ এম সির পদাধিকারীগণ, গ্রাম প্রধান, জনসমস্টির সদস্যরা, বন বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ ইত্যাদি।

অংশগ্রহণমূলক ম্যাপিং ও আদান-প্রদান কাজ শুরু করার আগে গ্রাম পর্যায়ে সজাগতা এবং পারিপার্শ্বিকতা পরিচিতি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করা হয়।

সজাগতা এবং পারিপার্শ্বিকতা পরিচিতি কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত প্রধান বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ

ক) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা

খ) অংশগ্রহণমূলক সরঞ্জাম ও পদ্ধতি

গ) ক্ষুদ্র পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং জে এফ এম সির ভূমিকা

ঘ) পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

ঙ) জলবায়ুর পরিবর্তন এবং জলবায়ুর প্রকারভেদ

চ) পরিবেশতন্ত্রের ভারসাম্য এবং পরিবেশতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা (পরম্পরাগত এবং বৈজ্ঞানিক)

ছ) নির্বাহক্ষম জীবিকা ফ্রেমওয়ার্ক

জ) জীবিকা সম্পদের পঞ্জভূজ এবং সামাজিক মূলধনের গুরুত্ব

ঝ) গ্রুপ গঠন (ক্লাস্টার) এবং আত্মসহায়ক গ্রুপ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

ঞ) বিপণন এবং মূল্য সংযোজন

ট) উন্নয়ন কার্যসূচি এবং পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশতন্ত্রের ভারসাম্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক

ঠ) লিঙ্গ সংক্রান্ত বিষয় এবং লিঙ্গ সমতা

পর্যবেক্ষণ ঃ আলোচনা এবং পি আর এ অনুশীলনের সময় সম্প্রদায়ের লোকেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এই আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উঠে আসে ঃ

* অংশগ্রহণকারী জনতা বলেন যে অতীতে অর্থ এবং প্রকল্পের অভাবের কারণে জে এফ এম সি খুব সক্রিয় ছিল না।

* অতীতে জে এফ এম সিত সজাগতা ও পারিপার্শ্বিকতা পরিচিতি কর্মসূচি খুবই কম দেখা গেছে।

* তারা ক্ষুদ্র পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং ক্ষুদ্র পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় যথেষ্ট সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন।

* অন্যদিকে কিছু এন জি ও (স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা) জে এফ এম সি পরিদর্শনে গিয়ে শুধু তথ্য ও খবর সংগ্রহ করেছে, কিন্তু কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব নেয়নি।

* এবারই প্রথম এ পি বি এফ সির অধীনে এন জি ও এসে জনসাধারণের সঙ্গে মতামত বিনিময় এবং সজাগতা গড়ে তোলে। এই সজাগতা এবং যথোপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা পরিচিতি শুধু প্রকল্পটির সম্পর্কেই নয়, বিকাশ ও উন্নয়নে পারিপার্শ্বিক এবং পারিবেশতান্ত্রিক বিষয়সহ উন্নয়নমূলক ইস্যুগুলির ক্ষেত্রেও অনুষ্ঠিত করা হয়।

* পরিবেশ, বন এবং কীটপতঙ্গ নাশক, গবাদি পশু ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে ভালরকম বিজ্ঞতা ও পরম্পরাগত জ্ঞান এইসব জনতার আছে।

* তারা জলবায়ুর পরিবর্তন এবং কৃষি ও গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আরও বেশি তথ্য জানার জন্য তারা আগ্রহী।

* জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হ্রাসে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি জনতা যে বুঝতে পেরেছে তা চোখে পড়েছে। নিকটবর্তী বনাঞ্চল সুরক্ষায় নিজেদের ভূমিকা এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কাজে নেমে পড়া ও এইসব নিজেদেরই বন— এমন এক উপলব্ধি জনতার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।

জনতার চাহিদার মূল্যায়ণ ঃ পি আর এ অনুশীলন, গ্রুপ আলোচনায় গুরুত্ব, গ্রামের জনতা, জে এফ এম সির সদস্যবৃন্দ, বন বিভাগের কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জে এফ এম সির অন্য গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনসাধারণের চাহিদা মূল্যায়ণ সম্পন্ন করা হয়। জনতার চাহিদাগুলি নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

১) কাঠামোগত চাহিদা

২) কাঠামো বহির্ভূত চাহিদা

এইসব চাহিদাকে আবার দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা ও হ্রস্বমেয়াদি চাহিদা হিসেবে ভাগ করা যায়। জনতার চাহিদাগুলির সবিশেষ গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে।

জনতার কাঠামোগত চাহিদাগুলির সঙ্গে জীবিকার উৎকর্ষসাধনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক আছে। এই গুলির মধ্যে রয়েছে রাস্তা, স্কুল গৃহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামো, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, জলের ট্যাঙ্ক, পাতকুয়ো ইত্যাদি, শৌচাগার, কমিউনিটি হল, প্রশিক্ষণ গৃহ, বাজার গৃহ ইত্যাদির উন্নয়ন।

জনতার কাঠামো বহির্ভূত চাহিদাগুলির মধ্যে আছে দক্ষতা প্রশিক্ষণ, পশু চিকিৎসা পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল, গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা গড়ে তোলা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য সজাগতা গড়ে তোলা, আত্মসহায়ক গ্রুপ ও ক্লাস্টার গঠন, কাঁচামালের ব্যবস্থা করা, গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তহবিল, জে এফ এম সি-র জন্য কমিউনিটি ফান্ড, পরম্পরাগত উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য সংযোজন ও বিপণন সংযোগ ইত্যাদি। যৌথ বন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক সফর খুবই ফলপ্রসূ উপায়। জনতার অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প, হস্তশিল্পী গ্রাম, মেলা, বাণিজ্য মেলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ ও সফর প্রয়োজন।

৭। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

গ্রামের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি ও হ্রস্বমেয়াদি চাহিদাগুলি বিবেচনা করে জনতা এবং জে এফ এম সি-র সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়নের জন্য জনসমষ্টির সদস্যদের দ্বারা পরিকল্পিত ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) গ্রামে উপযুক্ত সড়ক যোগাযোগ নেই। কাজেই সড়ক ও পর্যাপ্ত কালভার্ট নির্মাণ করা জরুরি যা নিকটবর্তী প্রধান প্রধান এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের জন্য সহায়ক হবে।

২) গ্রামোন্নয়নের জন্য আরেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে পানীয় জলের ব্যবস্থা উন্নত করা এবং যথোপযুক্তভাবে জলে গুণগত মান পরীক্ষা করা দরকার।

৩) গ্রামে বিদ্যুৎ ও অনাময় ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। প্রতিটি পরিবারের আবাসে বিদ্যুৎ সংযোগ দরকার এবং গ্রামে উপযুক্ত অনাময় ব্যবস্থা গড়ে তোলাও জরুরি।

৪) গ্রামে যদিও একটি নিম্ন প্রাথমিক স্কুল আছে, কিন্তু শিক্ষক সাড়া বছর জুড়ে অনুপস্থিত থাকে। কাজেই প্রাথমিক স্কুলে একজন নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ এবং মধ্য স্কুলও হাইস্কুলের মতো উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

৫) বন্যার দরুন কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। বন্যা রোধ এবং উপযুক্ত সেচের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা গ্রামের কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

কুকীছেড়া জে এফ এম চির প্রারম্ভিক কার্য্যসূচী

স্থানাংক	ই পি এ	বিশদ বিবরণ	টাকা
১	একটি সভাগৃহ / হল ঘর নির্মান একটি Generator, চেয়ার টেবিল সহ Tent House নির্মান।	বাংলা ভাষা L.P. স্কুল এর নিকট, GPS :- N 24° 22′ 35.8″ E 092° 36′ 87.1″	১১,১১৭৫০.০০
২	বাংলা ভাষা হইতে হাতীছড়া পর্যন্ত রাষ্টা নির্মান।	GPS :- N 24° 22′ 40.4″ E 092° 37′ 20.5″	১১,৬৮২৫০.০০
৩	বাংলা ভাষা একটি প্রসাধন ঘর (Toilet) নির্মান, জলের বন্দবস্থ থাকা ।	GPS :- N 24° 22′ 34.3″ E 092° 36′ 36.9″ Size :- 2.6 m x 1.30 m = 3.38 sq.m	২,২০০০০.০০

DIVISIONAL FOREST OFFICER
Hailakandi Division

৮। জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

গ্রামের জন্য উপযুক্ত ক্ষুদ্র পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে জে এফ এম সির সদস্য এবং আর জি ভি এন-য়ের সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তিতে বনাঞ্চল গ্রাম ও প্রান্তিক গ্রামগুলিতে কার্যকরীভাবে পি আর এ অনুশীলন এবং আর্থ সামাজিক সমীক্ষা চালানো হয়। পি আর এ অনুশীলন এবং গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন উপার্জন বৃদ্ধির কাজ (আই জি এ) চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত করা উপার্জন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মগুলি হল ঃ মৎস্য চাষ, শাক সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, ডেয়ারি ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা), মৌমাছি পালন, ছত্রাক চাষ (মাশরুম), বিকেন্দ্রীভূত নার্সারি, সেলাই কাজ, ক্ষুদ্র হস্তশিল্প, পাটের হস্তশিল্প, বাঁশের হস্তশিল্প, মমবাতি উৎপাদন, ধূপকাঠি (আগরবাতি) উৎপাদন, আচার ইত্যাদি। এই সব উৎপাদিত সামগ্রীতে প্রক্রিয়াকরণ, গ্রেডিং-প্যাকিং/বটলিং এবং লেবেলিং এর মাধ্যমে পেশাদারি উপায়ে মূল্য সংযোজন করা যেতে পারে। উপার্জন বৃদ্ধির কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট (উপকরণ), সাজ সরঞ্জাম, কাচাঁমাল ও নির্ধারণ করা হয়েছে। জে এফ এম সি থেকে উৎপাদন করা সামগ্রী শোকেস এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য একটি বিপণন কেন্দ্র হিসেবে 'বন বাজার' স্থাপনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

৮.১ স্থানাংক

জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে করা অনুশীলনের স্থানাংক নিম্নরূপ ঃ

১। জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন

২। প্রারম্ভিক কাজকর্ম (ই পি এ)

৮.২ জীবিকার সুযোগ-সুবিধা

জীবিকার নিম্নোক্ত উপায়গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

* কৃষি ও উদ্যানশস্য
* গবাদি পশু পালন
* এন টি এফ পি
* দক্ষতা উন্নয়ন
* ঋণের সুবিধা

উপর্য্যুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত আলোচনা নিচে উল্লেখ করা হল।

৮.৩ কৃষি ও উদ্যানশস্য

অসুবিধাগুলি ঃ

ক) সেচ ব্যবস্থার অভাব

খ) শোচনীয় সড়ক যোগাযোগ এবং বিপণনের সুবিধার অভাব

গ) বন্যপ্রাণীর উপদ্রব ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ

সুযোগ-সুবিধাগুলি ঃ

ক) নার্সারি উন্নয়ন

খ) ধান উৎপাদনের বাণিজ্যিকীকরণ

গ) জৈবিক চাষ

ঘ) কলা উৎপাদনের বাণিজ্যিকীকরণ

৮.৪ গবাদি পশু

বাধাগুলি ঃ

ক) রোগ

খ) পশু চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব

গ) জমি চাষ এবং অন্যান্য কাজ-কর্মের জন্য গবাদি পশুর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা

সুবিধাগুলি ঃ

ক) দুগ্ধ উৎপাদন

খ) হাঁস ও মুরগি পালন

৮.৫ এন টি এফ পি

প্রধান বাধাগুলি ঃ

ক) পর্যাপ্ত এন টি এফ পি-র অভাব

খ) এন টি এফ পি-র ব্যবহার সম্পর্কে সম্প্রদায়ের জ্ঞানের অভাব

গ) উপলব্ধ এন টি এফ পি-রও যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার না হওয়া

সুবিধাগুলি ঃ

ক) বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য সংযোজনের জন্য ফলমূল ও ভেষজ উদ্ভিদগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে

খ) এন টি এফ পি-র সংরক্ষণ এবং বৈধ ব্যবহার সম্পর্কে সজাগতা

৮.৬ বিশেষ দক্ষতা

দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলি হল ঃ

ক) প্রশিক্ষণ লাভর সুবিধা নেই

খ) শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা

সুবিধাগুলি

ক) বাঁশের কাজ

খ) তরুণ উদ্যোগী

গ) রবিশস্য চাষ (শাক-সবজি, কলা)

ঘ) দক্ষ ঠিকা শ্রমিক (যুবক)

৮.৭ ঋণের সুযোগ-সুবিধা

প্রধান বাধাগুলি হল ঃ

ক) ব্যাঙ্কের শাখা নেই

খ) ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবার সুযোগ নেই

সুবিধাগুলি ঃ

ক) ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান স্থাপন

খ) সরকারি ঋণ কর্মসূচিতে সামিল করা

৮.৮ কৌশলগত হস্তক্ষেপ

জীবিকা উন্নয়নের জন্য উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির সার-সংক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে কৌশলগত হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে ঃ

১) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন

২) উৎপাদিত ধান ও কলার বাণিজ্যিকীকরণ

৩) আত্মসহায়ক গ্রুপ গঠনে প্রেরণা

৪) ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সজাগতা

৫) ঋণের ব্যবস্থায় সরকারি কর্মসূচিগুলিকে সামিল করা।

৮.৯ উপার্জন বৃদ্ধির কাজকর্ম

গ্রামে পরিকল্পনা করা উপার্জনের প্রধান উপায়গুলি হল ঃ

১) কৃষি

২) নার্সারি

৩) বাঁশের কাজ

৪) সেলাই কাজ

৮.১০ আত্মসহায়ক গ্রুপের কাজকর্ম

গ্রামের এস এইচ জিগুলি নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে পারে ঃ

১) নার্সারি

২) বাঁশের কাজ

৮.১১ শিক্ষামূলক সফর (Exposure Trips)

শিক্ষামূলক সফর সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

১) ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জে এফ এম সি-র জীবিকার সফল অনুশীলন।

২) টি আর আই এফ ই ডি-র দ্বারা আয়োজিত মেলা, এবং এস এ আর এস-য়ের মতো মেলা এবং অন্যান্য মেলায় অংশগ্রহণ।

৩) বাঁশের কাজকর্ম এবং হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের জন্য নিকটবর্তী দেশগুলিতে সফর।

৮.১২ সম্পৃক্তকরণ

পরিকল্পিত উদ্যোগগুলিকে ভারত সরকারের নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে

১) গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের জন্য- জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি

২) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আর কে ভি ওয়াই)

৩) জলবিভাজিকা উন্নয়নসহ সেচ ব্যবস্থার জন্য জাতীয় কৃষি সেচ যোজনা (আর কে এম ওয়াই)

৪) জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন

৫) দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

৬) প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা

৭) এন আর এল এম

৮) এন আর এইচ এম

৯) বাঁশ মিশন

১০) গ্রামোন্নয়ন ও জীবিকার জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত অন্যান্য কর্মসূচি

উপরে উল্লেখিত সম্পৃক্তকরণ বর্তমান পরিকল্পনাকে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার পরও পরিকল্পিত কাজগুলিকে নির্বাহক্ষম করতে সাহায্য করবে।

৯। কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বন উন্নয়ন পরিকল্পনা

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র ক্ষুদ্র পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গ্রাম পর্যায়ে বিশদ পি আর এ অনুশীলনের পর এই বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। স্থিতিশীল সংরক্ষণ ও জৈব বৈচিত্র্যমূল্য, পারিপার্শ্বিক কাজকর্ম, জে এফ এম সি-র ওপর ন্যস্ত বনাঞ্চলের উৎপাদন সম্ভাবনা এবং পাশাপাশি গ্রামের মানুষের উপভোগ ও জীবিকার চাহিদাগুলি নির্বাহক্ষম উপায়ে পূরণ করাই হল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় কুকিছড়া জে এফ এম সি-র জে এফ এম বনাঞ্চলের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনাধীন রয়েছে ঃ

ক) বন বিভাগের দ্বারা জে এফ এম সি-র ওপর ন্যস্ত বনাঞ্চল এলাকা; এবং

খ) রোপণ করা এলাকা/ রোপণের জন্য নির্ধারিত জনসমষ্টির জমিগুলি এবং অধিসূচিত বনাঞ্চল এলাকার বাইরের অন্যান্য জমি।

জে এফ এম সি বনাঞ্চলের উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি নিচে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৯.১ বনাঞ্চল এবং সেগুলির বর্তমান অবস্থা

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চলের রোপণ করা (অথবা রোপণের জন্য নির্ধারিত) অন্যান্য এলাকার অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে নিচে দেওয়া হল।

সারণি — ১ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সির বনাঞ্চলের অবস্থা

চিহ্নিতকরণ	জে এফ এম সি বনাঞ্চলের আয়তন (হেক্টার)	গ্রাম থেকে দূরত্ব (কিঃ মিঃ)	বনাঞ্চলের অবস্থা (ভালো-বনের ৪০% এরও বেশি ক্রাউন ঘনত্ব বাকি- 'ক্ষতিগ্রস্ত')	সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহারের সময় ব্যবধানতা (২-৩ মাস/৩-৬ মাস/৬ -৯ মাস/৯ মাসের বেশি)
(ক) ন্যস্ত বনাঞ্চল				
আর এফ / পি এফ নাম ঃ আই এল আর এফ বিট ঃ কুকিছড়া রেঞ্জ ভাগ ঃ	৪০০	০.৫০ থেকে ১.৫০	ভাল এলাকা ঃ ৩১ হেক্টার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঃ ৮০ হেক্টার	৯ মাসেরও বেশি
(খ) অন্যান্য রোপিত এলাকা				

স্থান ঃ কুকিছড়া বনাঞ্চলের ধরন ঃ অর্ধচিরহরিৎ ভি এফ/অন্যান্য আর এফ	১৬৯	০.৫০ থেকে ১.৫০	ভাল এলাকা ঃ ১৬৯ হেক্টার /'ক্ষতিগ্রস্ত' এলাকা-	
মোট			ভাল এলাকা ঃ ২০০ হেক্টার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঃ ৮০ হেক্টার	

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

এখানে দেখা যাচ্ছে যে কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনভূমির মোট ৪০০ হেক্টার এলাকার ২০০ হেক্টার (৫০%) ভাল (ক্রাউন ঘনত্ব >৪০%) এবং বাকি জমি 'ক্ষতিগ্রস্ত'।

৯.১.১ বনাঞ্চলের মৃত্তিকার ধরন

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চলের মাটির ধরন কাদা মিশ্রিত দোঁআশ ধরনের। বনাঞ্চলের মৃত্তিকার কিছু বিশেষ বিশেষ দিক নিচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি— ২ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চলের মৃত্তিকার ধরন

স্থিতি মাপ	ন্যস্ত বনাঞ্চলের অবস্থা	বৃক্ষ রোপিত অন্যান্য এলাকার অবস্থা
উর্বরতার পর্যায়	মধ্যম	গড়
ভূমি ক্ষয়ের অবস্থা	শোচনীয়	নেই
উপস্থিতি ঃ (ক) পলি	 নেই	 নেই
(খ) কাদামাটিতে ঢাকা	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(গ) নতুন করে উর্বরাকৃত জমি	—	—
(ঘ) বালিয়ারি	—	—

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

কুকিছড়া জে এফ এম সি বনাঞ্চলের মৃত্তিকার ধরনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল ঃ

ক) সমতল জমির মৃত্তিকা কর্দমাক্ত, পলিমিশ্রিত দোআঁশ এবং কিছু কিছু স্থান পাললিক। বিভাগের মধ্যাঞ্চলের সমতল জমি নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত এবং উচ্চতর টিলাগুলির তুলনায় পৃথক।

৯.১.২ বনাঞ্চলের বর্তমান উদ্ভিদসমূহ

যে সব উদ্ভিদ দ্বারা বর্তমান কুকিছড়া জে এফ এম সি গঠিত সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্থানীয় বনাঞ্চলগুলিকে অর্ধ চিরহরিৎ বনাঞ্চল হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি— ৩ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-তে বর্তমান উদ্ভিদসমূহ

স্থিতি মাপ	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
প্রধান বন প্রজাতি	বন আম	ম্যাঙ্গিফেরাসিলার্চা
	বেলফাই/জাটপাই	এলকোকাপ্রুয়ে গ্লোবিয়াবুন্ডাম
	বান্দার ফেলা	ডিসঅক্সিলুম্মিনেক্সিফারুম
	বান্দার লাঠি	লাসিয়া ফিস্টুলা
	বন শিমুল	বাম্বোক্সিম্বগনোক
	ভাতকুর	ভাইমোক্সিলাম্বিনেক্টিফেরাম
	ভোলা	মন্স ল্যাক্রিগাটা
	ভুবি	বাস্ত্রাউরেঙস্যাপিডার
	ভুরি	ট্রেডই নিউডিফ্লোরা
	বরুণ	ক্র্যাটায়েরা রিলিজিওসা
	বেলা	স্যাপিয়াম ব্যাক্কাটাম
	ভাদ্রুক	ভিটেক্সপিডিবসেন্স
	ছাতিম	আলস্টোনিয়াস্কলারিস
সঙ্গভুক্ত	কালিগোড়া	ব্যামাভালগারস
	কারাইল	ড্যান্ডাক্যালামুস্ট্রিক্টাম
	খাং	ডেন্ড্রোকালামুসলোঙ্গিমপ্যাথাম
গুল্ম	আনচু প্লান্ট	মোরিন্ডাটিংকটোরায়া
	মান্দার	ক্যালোট্রেপিস জাইগেন্টিয়া
	স্বর্ণলতা	ট্রাকচেলোসপারমামফ্যাগ্রান্স
	আতালারি উদ্ভিদ	পলিগোলোম্বাবার্বাটাম
	লজ্জাবতী	মিমোসা পুডিকা
	আবু টেঙা	অ্যান্টিডেসমাডিয়াড্রাম
	আমসিরিকা	অকাসিয়া কনসিনা
	সর্পগন্ধা	রাউলফিয়া সার্পেন্টাইন
	আলখনি	ক্যাসিয়াটোরা
	নল খাগড়া, একরা	ফ্যাগমিটেস্কার্কা
ভেষজ উদ্ভিদ	চালমুগরা	হাইডনোকার্পাসকুর্জিল
	হরতকি	টার্মিন্যালিয়াচেবুলা
উৎপাদন	গামাইর	গ্মেলিনাডারবোরিয়া
	কদম	এ্যানথ্রোকফ্যালাস কদম
	জ্যাম	ইঙ্গোনিজাম্বোস
	নাগেশ্বর	মেসুয়াফেরিয়া
	চাম	আর্টোকার্পাস চাপ্লাসা
	ঘোড়া নিম	-

	রেইন ট্রি	-
	পিং	সাইলোমেট্রা পোলান্ড্রিয়া
	মরই	-
	চাটিম	আলস্টোনিয়াস্কলারিস
অন্যান্য, যদি আছে	বাঁশ	সার্চম্মপ্রসারম
	খাগড়া	সাকচারাম স্পন্টানাম
	ইকরা	এরিয়াস্থাম র‍্যাভেনিয়াক
	নাল	ফ্রগমিটেস্কারকা
	রেমা	থাইসোনোলায়েনা

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.১.৩ অতীতে বনাঞ্চল গ্রাম ব্যবস্থাপনা

বনাঞ্চল সুরক্ষার জন্য অতীতে কুকিছড়া জে এফ এম সি-র দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাবলি নিয়ে নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

ক) জড়িত গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা ঃ ১০৪ টি পরিবার

খ) জড়িত লোকের সংখ্যা ঃ ৭৯৯ জন

গ) গৃহীত ব্যবস্থাবলির সারাংশ ঃ ২০১৫ সালে জে এফ এম সি গঠনের পর থেকে বনাঞ্চল সুরক্ষা কমিটি গঠন করে কাজ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও হাইলাকান্দি বনবিভাগের কুকিছড়া ৰেঞ্জ বার বার বনবিভাগের কর্মচারীদের অপহরণের ঘটনা ঘটিছে। ২০১০ সালের ১৩ ফেব্রুয়াৰি কুকিছড়া রেঞ্জের রেঞ্জার নিজামুদ্দিন মজুমদারকে ওই রেঞ্জের এলেকা থেকেই কর্তব্যরত অবস্থাই অপহরণ করা হয়। তাকে ২৬-০২-২০১০ তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়। কুকিছড়া রেঞ্জের কুকিছড়া জে এফ এম সির অধীনস্থ বাংলাবাসা থেকে বনবিভাগের আর এক অধিকারিক মনোজ কুমার সিংহকে ২৩-০৬-২০১৬ তারিখে কর্তব্যরত অবস্থায় অপহরণ করা হয়। তাঁকে ০৫-০৭-২০১৬ তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়। এই প্রতিটি অপহরণের পরই অপহৃতর নিকটাত্মীয়রার আপ্রাণ চেষ্টাই মুক্ত করে আনেন। এসব খবর সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। ঘাড়মুরার তথাকথিত কল্যাণ আশ্রমের সমর্থনেই অপহৰণকারীরা অতি গোপন এই অপহরণ কাণ্ড সংঘটিত করেছে। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, অপহৃত ব্যক্তির জীবন রক্ষা ও মুক্তিপণের বিনিময়ে যে অর্থ অপহরণকারীরা আদায় করেছে তার এক বড় অংশ কল্যাণ আশ্রমের অকাদেমিক সদস্যও পেয়েছে। শুধু কল্যাণ আশ্রম আশ্রয় দেবার ফলেই রিয়াং উগ্রপন্থীরা বাজার-শহরে মুক্তভাবেই ঘোৰাফেরা করে। এখানে গুজব রটেছে যে ধলছড়া, কুন্ডানালা, রূপাছড়া, কুকিছড়া, ঝালনাছড়া, রিটলাছড়া কালাপাহাড়, ঘাড়মুরা, বাইছড়া, কচুরথল এলাকা এবং তার আশেপাশে রিয়াং উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি (নানা নামে) দীর্ঘদিন ধরে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ ও অসামরিক প্রশাসন তাদের দমন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে বিধিগত পরিষেবা হিসেবে সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী অধ্যুষিত ওই এলাকাই কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

ঘ) কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ঃ অন্য কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা বনাঞ্চল সুরক্ষা কমিউনিটি এবং বন বিভাগের কর্মীদের যে সাধ্যাতিত তার কারণগুলি (গ) অংশই বর্ণনা করা হয়েছে।

(**সূত্র ঃ** বন বিভাগের কর্মচারী এবং জে এফ এম সি-র সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা)

৯.১.৪ বনজ উৎপাদনের ঘরোয়া চাহিদা

স্থানীয় মানুষের ঘরোয়া চাহিদা পূরণের জন্য বনজ উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীলতা নিচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি— ৪ (ক) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র প্রতি পরিবারের বনজ উৎপাদনের ঘরোয়া চাহিদা

বনজ উৎপাদনের নাম	পরিবারের গড় চাহিদা		বর্তমান কীভাবে চাহিদা পূরণ হচ্ছে	উৎস
	চাহিদার সময় ব্যবধান	আনুমানিক পরিমাণ		
জ্বালানি কাঠ	১০০%	বছরে ১.৮২৫ টন	নিকটবর্তী অরণ্য এবং আবাস সংলগ্ন বাইরের এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়	বেশির ভাগই সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়
বাড়ি নির্মাণের জন্য কাঠ	১০০%	০.১২০ সি ইউ এম	নিকটবর্তী অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়	সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়
সাজ সরঞ্জামের জন্য ছোট কাঠ	১০০%	০.০৪০ সি এফ টি	নিকটবর্তী অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়	সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়
খুঁটি / বাঁশ	১০০	৪০ ট	,,	,,
বনাঞ্চল থেকে পশু খাদ্য	১০০	৮.০০ কিঃগ্রাঃ	,,	,,
এন টি এফ পি	১০০	৬.০০ কিঃ গ্রাঃ	,,	,,
অন্যান্য গন্ধী (গাঁদাল), বাঁশের অংকুর, বুনো আলু ইত্যাদি		৮.০০ কুইন্টাল	,,	,,

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে আলোচনা।

কুকিছড়া জে এফ এম সিতে আছে ২৭ টি পরিবার। উপরের সারণির তথ্য এবং পরিবারগুলির এই সংখ্যার হিসেবের ভিত্তিতে কুকিছড়া গ্রামের বনজ উৎপাদনের মোট বার্ষিক চাহিদা নিম্নরূপ ঃ

সারণি— ৪ (খ) ঃ বরথল জে এফ এম সি-র সমস্ত পরিবারের বনজ উৎপাদনের মোট বার্ষিক চাহিদা

বনজ উৎপাদনের নাম	সম্প্রদায়ের চাহিদা বার্ষিক কিঃ গ্রামঃ (*)	মন্তব্য
জ্বালানি কাঠ	১৮৯.৮ টন প্রতি বছর	
বাড়ি নির্মাণের জন্য কাঠ	১২.৪৮ সি ইউ এম	
সাজ সরঞ্জামের জন্য ছোট কাঠ	৪.১৬ সি ইউ এম	
খুঁটি / বাঁশ	৪১৬০ টা	
বনাঞ্চল থেকে পশু খাদ্য	৮.৩২ কুইন্টাল	
এন টি এফ পি	৬.২৪ কুইন্টাল	
অন্যান্য গন্ধী, বাঁশের অংকুর, বুনো আলু, ঢেঁকিশাক ইত্যাদি	৮৩২ কুইন্টাল	

সূত্র ঃ উপরে দেওয়া সারণি-৪ (ক) এবং সম্প্রদায়ের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত মোট পরিবারের সংখ্যা।

(*) = পরিবারগুলির গড় চাহিদার আনুমানিক পরিমাণ (সারণি-৪ (ক) × ২৫৪ টি পরিবার)

৯.১.৫ গ্রামবাসীদের দ্বারা বনজ উৎপাদন সামগ্রী সংগ্রহ ও বিপণন

পরিবারগুলির ঘরোয়া ব্যবহার ছাড়াও এই ধরনের সামগ্রী সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্যও সম্প্রদায়ের মানুষ বনজ উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। কুকিছড়া জে এফ এম সি-র গ্রামবাসীদের দ্বারা বনজ উৎপাদন সংগ্রহ ও বিপণনের তথ্য নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হল।

সারণি— ৫ (ক) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র গ্রামবাসীদের দ্বারা বনজ উৎপাদন সংগ্রহ ও বিপণন

বনজ উৎপাদনের নাম	বিপণনের জন্য সংগ্রহ			সংগ্রহের স্থান
	মরসুম / মাস	সংগ্রহকারী পরিবারের সংখ্যা	সংগৃহীত সামগ্রীর গড় পরিমাণ (কিঃ গ্রাঃ)	
জ্বালানি কাঠ	০	০	০	০
বাড়ি নির্মাণের কাঠ	০	০	০	০
সাজ সরঞ্জামের জন্য ছোট কাঠ	০	০	০	০
বাঁশ	০	০	০	০
খুঁটি	০	০	০	০
বনাঞ্চল থেকে পশুখাদ্য	০	০	০	০

এন টি এফ পি (ঝাড়ু)	ডিসেম্বর / জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি	৬০	২.৫০০ কুইন্টাল	সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকা
অন্যান্য গন্ধী (গাঁদাল), বাঁশের অংকুর	জুন, জুলাই	৪০	১.০০০ কুইন্টাল	সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকা

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে আলোচনা।

উপরের সারণিতে উল্লেখিত তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য নিচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি— ৫ (খ) ঃ বনজ উৎপাদন সংগ্রহ ও বিপণন— অতিরিক্ত তথ্য

কুকিছড়া জে এফ এম সি

বনজ উৎপাদনের নাম	উদ্বৃত্ত বিপণন (কিঃ গ্রাঃ)	কী ভাবে বিপণন করা হয়	বনজ উৎপাদন বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের গড় আয়
জ্বালানি কাঠ	০	০	০
বাড়ি নির্মাণের কাঠ	০	০	০
সাজ-সরঞ্জামের জন্য ছোট কাঠ	০	০	০
বাঁশ	০	০	০
খুঁটি	০	০	০
বনাঞ্চল থেকে পশুখাদ্য	০	০	০
এন টি এফ পি (ঝাড়ু)	১৫০.০ কুইন্টাল	গ্রামের বাজারে বিক্রয়	১৭৩০.৭৬/- টকা
অন্যান্য গন্ধী, বাঁশের অংকুর	৪০.০ কুইন্টাল	গ্রামের বাজারে বিক্রয়	১৯২.৩৮/- টকা

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে আলোচনা।

৯.১.৬ ঘরোয়া ব্যবহার ও বিপণনের জন্য বনজ উৎপাদনের মোট চাহিদা

পূর্বে উল্লেখ করা উপ-বিভাগগুলির তথ্যের ভিত্তিতে কুকিছড়া জে এফ এম সি-র সম্প্রদায়ের সদস্যদের বনজ উৎপাদনের মোট চাহিদার সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল।

সারণি— ৬ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র গ্রামবাসীদের বনজ উৎপাদনের মোট চাহিদা

বনজ উৎপাদনের নাম	সম্প্রদায়ের চাহিদা (বার্ষিক কিঃ গ্রাঃ) সারণি-৪ (খ) থেকে	উদ্বৃত্ত বিপণন করা হয়েছে সারণি-৫ (খ) থেকে	মোট চাহিদা (কিঃ গ্রাঃ)
জ্বালানি কাঠ	বার্ষিক ১৮৯.৮ টন	০	বার্ষিক ১৮৯.৮ টন
বাড়ি নির্মাণের কাঠ	১২.৪৮ সি ইউ এম	০	১২.৪৮ সি ইউ এম
সাজ-সরঞ্জামের জন্য ছোট কাঠ	৪.১৬ সি ইউ এম	০	৪.১৬ সি ইউ এম
বাঁশ	৩৬৪০ টি	০	৩৬৪০ টি
খুঁটি	৫২০ টি	০	৫২০ টি
বনাঞ্চল থেকে পশুখাদ্য	৮.৩২ কুইন্টাল	০	৮.৩২ কুইন্টাল
এন টি এফ পি	৬.২৪ কুইন্টাল	১৫০.০ কুইন্টাল	১৫৬.২৪ কুইন্টাল
অন্যান্য গন্ধী, বাঁশের অংকুর	৮৩২ কুইন্টাল	৪০.০ কুইন্টাল	৮৭২.০ কুইন্টাল

সূত্র ঃ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেওয়া এই অংশের সারণি-৪ (খ) এবং ৫ (খ)।

৯.২ বন সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়

৯.২.১ সুরক্ষার সমস্যাসমূহ

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চল সুরক্ষার বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে নিচে দেওয়া হল।

সারণি— ৭ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি

সমস্যার ধরন	প্রাসঙ্গিক (হ্যাঁ / না)	গুরুত্ব (হ্যাঁ / না)
চারণ-স্থানীয় পশু	হ্যাঁ	হ্যাঁ
চারণ- অন্যান্য এলাকার পশু	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বেআইনি ভাবে কাঠ কাটা	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কাঠ চোরাচালান	হ্যাঁ	হ্যাঁ
দুর্ঘটনাবশত অগ্নিকাণ্ড	না	না
বনভূমি বেদখল	হ্যাঁ	হ্যাঁ
অন্যান্য (উগ্রপন্থী কার্যকলাপ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, বনাঞ্চল সুরক্ষার ক্ষেত্রে জে এফ এম সি-র সামনে সমস্যাগুলি নিম্নরূপ—

ক) উগ্রপন্থী কার্যকলাপ

খ) বেদখল

গ) বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা কম এবং অবৈজ্ঞানিক শ্রম বিভাগ।

৯.২.২ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণগুলি

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বন ধ্বংসের কারণগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

ক) উগ্রপন্থী কার্যকলাপ

খ) বেদখল

গ) সুরক্ষার কর্তব্য পালনের জন্য আত্মোৎসর্গী কর্মীরা এন আর সি, নির্বাচনী দায়িত্ব সহ বিভিন্ন তথ্য প্রদান, চিঠিপত্র আদান-প্রদান এবং বিজ্ঞাপন কর্মসূচিগুলিতে সারা বছর ধরে ব্যাপকভাবে ব্যস্ত রয়েছে। এই কারণেই যথাযথভাবে বন সুরক্ষার দায়িত্ব পালন ব্যাহত হচ্ছে। এটাই হল বন ধ্বংসের অন্যতম বিষয় এবং ফলাফল।

(**সূত্র ঃ** বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা)

৯.৩ বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়সমূহ

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিম্নোক্ত উপ বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে । এগুলি হল সুরক্ষার জন্য পরিকল্পনা, বনাঞ্চল উন্নতকরণ (নিরাময়), নার্সারি উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিবিধ প্রকার কাজকর্ম।

৯.৩.১ সুরক্ষার পরিকল্পনা

সুরক্ষা পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হল। কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চল সুরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করা হচ্ছে সেগুলি ইতিপূর্বে উপবিভাগ ৩.১-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি— ৮ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র সুরক্ষা পরিকল্পনা

সুরক্ষা কর্ম (প্রযোজ্য হিসেবে প্রোফর্মা-৩ এর সারণি ৩.৭ থেকে পূরণ করতে হবে	**বনাঞ্চল এলাকায় অবস্থিতি**	**ব্যবস্থা গ্রহণের সংখ্যাগত মান নির্ণয় (দৈর্ঘ্য, আয়তন, আকার ইত্যাদি)**	**সময়-কাল**	**অগ্রাধিকার (উচ্চ /মধ্যম /নিম্ন)**
চারণ-স্থানীয় পশু	কুকিছড়া জে এফ এম সি এলাকা	৬০০ হেক্টার	দিনের বেলা	মধ্যম
চারণ-অন্যান্য এলাকার পশু	কুকিছড়া জে এফ এম সি এলাকা	৬০০ হেক্টার	দিনের বেলা	মধ্যম
বেআইনিভাবে কাঠ কাটা	কুকিছড়া জে এফ এম সি এলাকা	৬০০ হেক্টার	২৪ ঘণ্টা	মধ্যম
কাঠ চোরাচালান	কুকিছড়া জে এফ এম সি এলাকা	৬০০ হেক্টার	২৪ ঘণ্টা	মধ্যম

দুর্ঘটনাবশত অগ্নিকাণ্ড	কুকিছড়া জে এফ এম সি এলাকা	৬০০ হেক্টার	ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি	নিম্ন
বনাঞ্চলের জমি বেদখল	কুকিছড়া জে এফ এম সি এলাকা	৬০০ হেক্টার	দিনের বেলা	উচ্চ
অন্যান্য (উগ্রপন্থী)	কুকিছড়া জে এফ এম সি এলাকা	৬০০ হেক্টার	২৪ ঘণ্টা	উচ্চ

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

এভাবে দেখা গেল, কুকিছড়া জে এফ এম সি বনাঞ্চল এলাকায় নিম্নোক্ত নিরাময়মূলক কাজগুলির উচ্চ-মধ্যম অগ্রাধিকারসহ প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

ক) নিয়মিত সুরক্ষামূলক পদক্ষেপগুলি শুরু করার লক্ষ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনের জন্য সেনা-সামরিক অভিযান শুরু করা দরকার।

খ) বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য অভিযান।

গ) রাজস্ব জমি রক্ষার লক্ষ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সীমানায় ১৫ মিটার দূরে দূরে স্তম্ভ স্থাপন।

ঘ) গ্রামবাসীদের বসতি কুকিছড়া বনাঞ্চল গ্রামে মাত্র একটি মোটর গাড়ি চলাচল করা সড়ক রয়েছে। এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের শেষ সীমায় বনবিভাগের একটি তাল্লাশি ফাঁড়ি (চেকপোষ্ট) স্থাপন এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সড়কের দুই পাশে ১০০ মিটার চেইন লিংক বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৯.৩.২ প্রস্তাবিত কাজকর্মের ধরনসমূহ

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র জে এফ এম সি বনাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির নিরাময়ের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির ধরন নিচে উল্লেখ করা হল।

সারণি— ৯ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র প্রস্তাবিত কাজগুলির ধরন

নিরাময় ব্যবস্থা	প্রয়োজনীয় (হ্যাঁ/না)	জে এফ এম সি-র দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)	মাস/বছর যখন করা যেতে পারে	নিরাময় ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাবিত বর্ধিত এলাকা (হেক্টার)
ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চলের পুনরুদ্ধার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নবেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত আগাম কাজ/ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বন সৃজন এর তার পরের মাসগুলি থেকে তত্বাবধান আরম্ভ করা	৪০ হেক্টার জমিতে কৃত্রিম ভাবে দেশীয় প্রজাতির পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একনাগাড়ে নয়, বরং এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চলে প্রস্তাবিত ১০ বা ২০ হেক্টার ব্লক হিসেবে গাছ রোপণ করতে হবে এবং এগুলিকে শূন্য বলে গণ্য করতে হবে

কাটা গাছগুলির গোড়ার জন্য সুরক্ষা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বছরের প্রতি মাসে	বন বিভাগের কর্মচারী এবং জে এফ এম সি-র দ্বারা ২০০ হেক্টার বন এলাকা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ
জলবিভাজিকার নিরাময় জে এফ এম সি-র দ্বারা	না	না	—	
জলাধার	না	না	—	—
ঘাস ও তৃণভূমি	না	না	—	—
বাঁশ রোপণ	না	না	—	—
বীজ বপন	না	না	—	—
শেকড় ও অংকুর কাটা এবং রোপণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বছরের প্রতি মাসে	বন বিভাগের কর্মচারী এবং জে এফ এম সি-র দ্বাৰা ২০০ হেক্টার বন এলাকা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ
ঝাড় ছাটাই ও নিরাময়	না	না	—	—
বেড়া নির্মাণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সারা বছর ধরে	নতুন করে সৃষ্ট বন এলাকা ২০ হেক্টার
সামাজিক বেড়া	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সারা বছর ধরে	
অন্যান্য কাজকর্ম	না	না	—	—

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

এভাবে দেখা গেল, কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চল এলাকায় নিম্নোক্ত নিরাময়মূলক কাজগুলির প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

ক) জে এফ এম সি এলাকায় ১, ২ বা ৩ হেক্টার করে বিভক্ত অংশ হিসেবে ৪০ হেক্টার জমিতে কৃত্রিমভাবে দেশীয় প্রজাতির পুনর্সৃজন।

৯.৩.৩ বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা— আগাম কাজ ও বন সৃজন

উপর্য্যুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নিচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি— ১০ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা

নিরাময় ব্যবস্থা	রোপণের জন্য নির্ধারিত হেক্টার হিসেবে এলাকা	ব্লক রোপণের জন্য অগ্রাধিকার	প্রজাতি	স্থান ব্যবধান মিটার × মিটার)
প্রাকৃতিকভাবে পুনরুজ্জীবিতকরণে সহায়তা (রোপণের স্থান ব্যবধানসহ)	২ হেক্টার	শূন্য	সেগুন, গামারি সেসিয়াচামা, রাতা, জাম ইত্যাদি	
ব্লক রোপণ নিম, আমলকি, মহুয়া, বহড়ার বীজ বপন (ভেষজ উদ্ভিদ)				
সমৃদ্ধকরণ রোপণ				
সরাসরি রোপণ	২ হেক্টার		সেগুন, গামারি, সেসিয়াচামা, রাতা, জাম ইত্যাদি	২×২
অন্যান্য				
মোট এলাকা (হেক্টার হিসেবে)				

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪ বনাঞ্চল উন্নয়ন — বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা

উপর্য্যুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১০ বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নিচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি— ১০ (ক) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চল উন্নয়নের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (১ বছর থেকে ৫ বছর)

নিরাময় ব্যবস্থা	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**২০২০**
প্রাকৃতিকভাবে পুনরুজ্জীবিতকরণে সহায়তা (রোপণের স্থান ব্যবধানসহ)	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার
ব্লক রোপণ					
নিম, আমলকি, মহুয়া, বহড়ার বীজ বপন (ভেষজ উদ্ভিদ)					
সমৃদ্ধকরণ রোপণ					
সরাসরি রোপণ	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার
তৃণ চাষের কাজকর্ম					
মধ্যকালীন কাজকর্ম					

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

সারণি— ১০ (খ) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বনাঞ্চল

উন্নয়নের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (৬ষ্ঠ বছর থেকে ১০ম বছর)

নিরাময় ব্যবস্থা	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
প্রাকৃতিকভাবে পুনরুজ্জীবিতকরণে সহায়তা (রোপণের স্থান ব্যবধানসহ)	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার
ব্লক রোপণ					
নিম, আমলকি, মহুয়া, বহড়ার বীজ বপন (ভেষজ উদ্ভিদ)					
সমৃদ্ধকরণ রোপণ					
সরাসরি রোপণ	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার	২ হেক্টার
তৃণ চাষের কাজকর্ম					
মধ্যকালীন কাজকর্ম					

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪.১ নার্সারি উন্নয়ন পরিকল্পনা

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র নার্সারি উন্নয়ন পরিকল্পনা নিম্নোক্ত ধরনের নার্সারিগুলির ওপর নির্ভরশীল ঃ

ক) জে এফ এম সি নার্সারি (বিভাগীয় নার্সারিসহ)

খ) অন্যান্য নার্সারি— আত্মসহায়ক গ্রুপ ও বেসরকারি

বিশদ বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল।

জে এফ এম সি নার্সারি

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র নার্সারিগুলির বিবরণ নিচের সারণিতে দেওয়া হল। এই সারণিতে জে এফ এম সি-র কাজে জড়িত বিভাগীয় নার্সারিগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি— ১১ (ক) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র জে এফ এম সি নার্সারি

নার্সারির অবস্থিতি	প্রজাতি	উন্নয়নের বছর	চারার সংখ্যা	মন্তব্য
শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

অন্যান্য নার্সারি

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র নিকটবর্তী এলাকায় অন্যান্য নার্সারির বিবরণ নিচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি— ১১ (খ) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র নিকটবর্তী অন্যান্য নার্সারি

নার্সারির নাম	প্রজাতি	উন্নয়নের বছর	চারার সংখ্যা	মন্তব্য
বরুণছড়া	ঘোড়া নিম, জাম, হাতকর, চাম, সুন্দি, ছাতিম, ভাত, পুমা, রাতা, আম, কাঁঠাল, রেইন ট্রি, হরিতকি, আমলকি, কৃষ্ণচূড়া, মোজ, বহড়া সেগুন, গামারি, সেসিয়াচামা ইত্যাদি	২০১৫-১৬	১০০০০০	

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪.২ রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা-১০ বছর

কুকিছড়া জে এফ এম সিতে রোপিত গাছপালার রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা নিচে দেওয়া হল। এখানে ১০ বছর সময় ধার্য করা হয়েছে।

ক) গাছের প্রজাতি ঃ সেগুন, গামারি, সেসিয়াচামা, ঘোড়ানিম, জাম, হাতকর, চাম, সুন্দি, ছাতিম, ভাত, পুমা, রাতা, আম, কাঁঠাল, রেইন ট্রি, হরিতকি, আমলকি, কৃষ্ণচূড়া, মোজ, বহড়া ইত্যাদি।

খ) সারণি— ১২ (ক) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সিতে রোপণ করা গাছপালার চারা রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা

বছর	নিরাময়মূলক ব্যবস্থা
২০১৬-১৭	শূন্য
২০১৭-১৮	শূন্য
২০১৮-১৯	শূন্য
২০১৯-২০	শূন্য
২০২১-২২	শূন্য
২০২২-২৩	শূন্য
২০২৩-২৪	শূন্য
২০২৪-২৫	শূন্য
২০২৫-২৬	শূন্য
২০২৬-২৭	শূন্য

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

গ) বাঁশ

সারণি— ১২ (খ) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সিতে রোপণ করা বাঁশের চারা রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা

বছর	নিরাময়মূলক ব্যবস্থা
	কুকিছড়া জে এফ এম সিতে বাঁশ রোপণ করা হয়নি। কাজেই রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনার কোনো প্রশ্ন নেই।

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

ঘ) জ্বালানি কাঠের গাছ রোপণ

সারণি— ১২ (গ) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সিতে জ্বালানি কাঠের জন্য রোপিত গাছের রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা

বছর	নিরাময়মূলক ব্যবস্থা
২০১৬-১৭	বছরের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বিধি নিয়ম অনুযায়ী
২০১৭-১৮	বছরের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বিধি নিয়ম অনুযায়ী
২০১৮-১৯	বছরের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বিধি নিয়ম অনুযায়ী
২০১৯-২০	বছরের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বিধি নিয়ম অনুযায়ী
২০২১-২২	শূন্য
২০২২-২৩	শূন্য
২০২৩-২৪	শূন্য
২০২৪-২৫	শূন্য
২০২৫-২৬	শূন্য
২০২৬-২৭	শূন্য

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

ঙ) এন টি এফ পি / ভেষজ উদ্ভিদ চাষ

সারণি— ১২ (ঘ) ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সিতে এন টি এফ পি/ভেষজ উদ্ভিদ চাষের রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা

বছর	নিরাময় ব্যবস্থা
২০১৬-১৭ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত	কুকিছড়া জে এফ এম সিতে এন টি এফ পি / ভেষজ উদ্ভিদ চাষ হয়নি। কাজেই রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন ওঠে না।

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪.৩ বিবিধ কাজকর্মের পরিকল্পনা

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বিবিধ কাজকর্মের পরিকল্পনা নিচে দেওয়া হল।

সারণি— ১৩ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র বিবিধ কাজকর্ম

কাজকর্ম	প্রয়োজনীয় (হ্যাঁ/না)	দায়িত্ব	মাস/বছর	এলাকা (হেক্টার)
যথাযথ সিদ্ধান্তের পর সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা পূরিত				

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৪.৪ বিপণন কাজকর্ম

কুকিছড়া জে এফ এম সি-তে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিকল্পিত বিপণনের কাজকর্ম নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

ক) স্থানীয় বাজারে সরাসরি বিপণন

খ) সামগ্রীর ঝাড়াই/বাছাইয়ের মধ্যমে গুণগত মান উন্নতকরণ

গ) উৎপাদিত সামগ্রীর রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার না করে পরম্পরাগত সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা

ঘ) বিপণনের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী/দালালদের পরিহার করা

৯.৫ প্রত্যাশিত সুফল

৯.৫.১ কাঠ ও ঘাস থেকে প্রত্যাশিত সুফল

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র উপর্য্যুক্ত বিষয় নিচের সারণিতে দেওয়া হল। এই সব সুফল বন উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনস্থ সদস্যদের দ্বারা বনাঞ্চল সুরক্ষার মাধ্যমেই প্রত্যাশা করা হয়েছে।

সারণি— ১৪ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র সদস্যদের দ্বারা সুরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে প্রত্যাশিত সুফলসমূহ

সামগ্রী	মাস	বছর (নির্দেশক)	পরিমাণ
জ্বালানি কাঠ	২০১৬ বর্ষের আগস্ট থেকে ২০১৭র মার্চ পর্যন্ত	২০১৬-১৭	শূন্য
বাড়ি নির্মাণের কাঠ	ঐ	২০১৬-১৭	শূন্য
সাজ-সরঞ্জামের জন্য ছোট কাঠ	ঐ	২০১৬-১৭	শূন্য
বাঁশ	ঐ	২০১৬-১৭	শূন্য
খুঁটি	ঐ	২০১৬-১৭	শূন্য
বনাঞ্চল থেকে ঘাস, পশুখাদ্য	ঐ	২০১৬-১৭	শূন্য
এন টি এফ পি	ঐ	২০১৬-১৭	শূন্য
মজুরি	ঐ	২০১৬-১৭	শূন্য
অন্যান্য	ঐ	২০১৬-১৭	শূন্য

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

৯.৫.২ বন্টন পদ্ধতি

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র সদস্যদের জন্য সুফলগুলির বন্টন পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হল।

সারণি— ১৫ ঃ কুকিছড়া জে এফ এম সি-র জন্য বন্টন পদ্ধতি

পদ্ধতি	সামগ্রী
সমান ভাবে ভাগ বাটোয়ারা করা হবে	বর্তমান সরকারি বিধি নিয়ম / অধিসূচনা অনুযায়ী
সদস্যদের দ্বারা মুক্ত ভাবে সংগ্রহ করা হবে	ঐ
অন্যান্য পদ্ধতি	ঐ

সূত্র ঃ বন বিভাগের কর্মচারী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা

১০। রূপায়ণ কৌশল, সময়সীমা এবং বাজেট

১০.১.১ ভূমিকা ও দায়িত্ব

তিনটি উপ পরিকল্পনা, প্রধানত জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ভূমিকা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি উপ-পরিকল্পনার জন্য পৃথক পৃথকভাবে রূপরেখাগুলি নিচে দেওয়া হল।

জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

অংশীদার	পরিকল্পনা	জনশক্তি	প্রশিক্ষণ	তহবিল	উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন	বিপণন	এম অ্যান্ড ই
জে এফ এম সি	✓	✓			✓	✓	✓
এন জি ও	✓	✓	✓		✓	✓	
দক্ষতা সংস্থা	✓	✓	✓		✓		
বন বিভাগ	✓	✓		✓		✓	✓
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ	✓	✓		✓			✓

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

অংশীদার	জে এফ এম সি	বন বিভাগ	সংশ্লিষ্ট বিভাগ	এন জি ও	প্রশিক্ষণ সংস্থা	ভারত সরকার/নিগম
সৌরশক্তি	✓	✓	✓	✓		✓
হাইব্রিড-সৌরশক্তির মাধ্যমে স্ট্রীট লাইট	✓	✓	✓	✓		✓
বাগানে জল দেবার স্প্রিংকলার যন্ত্র	✓	✓	✓			
এল পি জি	✓	✓		✓		✓
শক্তিচালিত পাম্প	✓	✓	✓	✓		✓
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	✓	✓		✓	✓	✓
কমিউনিটি হল তথা জে এফ এম সি কার্যালয়	✓	✓				
সড়ক	✓	✓	✓			
ওয়াটসান (WATSAN)	✓	✓	✓	✓		✓
স্কুল	✓	✓				
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো	✓	✓	✓	✓	✓	✓
জৈবিক চাষ/পচন সার	✓	✓	✓	✓	✓	✓

বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা

অংশীদার	জেএফএমসি	বন বিভাগ	সংশ্লিষ্ট বিভাগ	এন জি ও	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	জেলা প্রশাসন
বন সুরক্ষা	✓	✓		✓		
বন্যপ্রাণী সুরক্ষা	✓	✓		✓	✓	
বসতি উন্নয়ন	✓	✓		✓		
নার্সারি উন্নয়ন	✓	✓		✓	✓	
আর্দ্র ভূমি সংরক্ষণ	✓	✓		✓		✓
মানুষ-বন্যপ্রাণীর সংঘাত	✓	✓		✓		✓

১০.২ আর্থিক বিনিয়োগ ও বাজেট

তিনটি উপ পরিকল্পনা, প্রধানত জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার বার্ষিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র পরিকল্পনার জন্য বাজেট প্রস্তুত করা হয়। এই সংক্রান্ত একটি সুসংহত সারণি নিচে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	পৰিকল্পনা	পরিমাণ (টাকায়)	মন্তব্য
১	জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা		
২	গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা		
৩	বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা		
	মোট		

জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজের বিষয়	পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ		
২	দুগ্ধ উৎপাদন		
৩	হাঁস/মুরগি পালন		
৪	কম্পিউটার		
৫	বৃত্তি ও লিপিকলা		
৬	হস্তশিল্প		
৭	সাজ-সরঞ্জাম		
৮	মূল্য সংযোজন ও শংসাপত্র প্রদান		
৯	প্যাকেজিং ও বিপণন		
১০	শিক্ষামূলক সফর		
১১	আত্মসহায়ক গ্রুপ/জে এল জি/ক্লাস্টার গঠন ও ঋণ		
	মোট		

বার্ষিক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজের বিষয়	পরিমাণ	মন্তব্য
১	সৌরশক্তি		
২	হাইব্রিড সৌরশক্তির মাধ্যমে স্ট্রীট লাইট		
৩	বাগানে জল দেবার স্প্রিংকলার যন্ত্র		
৪	এল পি জি		
৫	শক্তিচালিত পাম্প		
৬	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		
৭	কমিউনিটি হল তথা জে এফ এম সি-র কার্যালয়		
৮	রাস্তা		
৯	ওয়াটসান (WATSAN)		
১০	স্কুল		
১১	স্বাস্থ্য পরিকাঠামো		
১২	জৈবিক চাষ / পচন সার		
	মোট		

বার্ষিক বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কাজের বিষয়	পরিমাণ	মন্তব্য
১	০.২৫ হেক্টার নার্সারি		
২	৫০-১০০ হেক্টার জ্বালানি কাঠের গাছের বন সৃজন		
৩	জলাশয়ের পলি নিষ্কাশন	৫,০০,০০০.০০	
৪	শস্য বীমা	১,০০,০০০.০০	
৫	জীবন বীমা	২,০০,০০০.০০	
৬	গবাদি পশু বীমা	৫০,০০০.০০	
	মোট		

১০.৩ কর্ম পরিকল্পনা ও রণনীতি ঃ

ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিকে রূপায়ণ করার জন্য তিনটি পরিকল্পনা যথাক্রমে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, বনাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটির জন্য হ্রস্ব মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা ও রণকৌশল তৈরি করতে হবে। হ্রস্ব মেয়াদি পরিকল্পনা ০-৫ বছরের জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ৫-১০ বছরের জন্য তৈরি করতে হবে।

জীবিকা উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা ঃ

জীবিকা কর্ম পরিকল্পনা তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা দক্ষতা, উৎপাদন এবং বিপণন ও মূল্য সংযোজন। জনতার সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষতা। দক্ষতার প্রয়োজনকে মৌলিক পর্যায় ও অগ্রগতির পর্যায় হিসেবে গণ্য করতে হবে। একবার বৃত্তি ও দক্ষতার প্রয়োজন পূরণ হবার পর গ্রামের ইচ্ছুক সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের পর্যায় ক্রমে এক বছরের মধ্যে মৌলিক দক্ষতায় সক্ষম করে তুলতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কিছু প্রশিক্ষার্থী উৎপাদন শুরুও করতে পারে। গুণগত মানের ব্র্যান্ড সৃষ্টি এবং সবচেয়ে বেশি বিপণনযোগ্য উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রামোন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা ঃ

গ্রামোন্নয়নের কর্ম পরিকল্পনাকে হ্রস্ব মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে। হ্রস্বকালীন পরিকল্পনায়, সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করা, এল পি জি সংযোগ প্রদান, কমিউনিটি হল নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং জল অনাময়ের চাহিদা পূরণের বিষয়গুলিকে সামিল করা যেতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় স্কুল গৃহ নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাগুলিকে সামিল করতে হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাগানে জল দেবার ঝারি (স্প্রিংকলার), শক্তিচালিত পাম্পসহ উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বনাঞ্চল উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা ঃ বনাঞ্চল উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনাও হ্রস্ব মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি হিসেবে বিভক্ত। হ্রস্ব মেয়াদি পরিকল্পনায় রয়েছে বনাঞ্চল সুরক্ষা স্কোয়াড গঠন ও শক্তিশালী করা, নার্সারি উন্নয়ন, জলাশয় থেকে পলি অপসারণ, বন্য জন্তুর উপদ্রব প্রতিরোধ স্কোয়াড গঠন, টঙ্গি ঘর নির্মাণ, জ্বালানি কাঠের গাছ রোপণ ইত্যাদি। দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় রয়েছে বৃক্ষরোপণ, ফসল উন্নতকরণ এবং বসতি উন্নত করার বিষয়গুলি।

১০.৪ প্রতিষ্ঠান ভবন, নেটওয়ার্কিং ও অংশীদারিত্ব

জে এফ এম সি ঃ পরিকাঠামো সম্পদ এবং গ্রাম ও বনভূমি উন্নয়ন উভয় লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জে এফ এম সি-কে সম্পদের কেন্দ্র হিসেবে উন্নত করে তুলতে হবে। প্রস্তাবিত জে এফ এম সি-র কার্যালয় এবং কমিউনিটি হলে প্রথম কাজ হিসেবে কম্পিউটার / টিভি এবং জেনারেটর সহ অন্যান্য আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম রাখতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহার / তথ্য ও হিসাব রাখা এবং সেগুলি আপডেট করা সহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে জে এফ এম সি-র সদস্যদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। তাদের নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগ গুলির উন্নয়ন কর্মসূচি ও অংশীদারীর বিধি নিয়ম সম্পর্কে তাদের মধ্যে সজাগতাও গড়ে তুলতে হবে।

পরিশিষ্টের তালিকা

পরিশিষ্ট নং	শিরোনাম
I (ক)	ভারতে জে এফ এম সি-র মানচিত্রের অবস্থান
I (খ)	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র মানচিত্রের অবস্থান
II	জে এফ এম সি-র প্রবেশ পথ
III (ক)	জে এফ এম সি পঞ্জীকরণ শংসাপত্র
III (খ)	চুক্তি পত্র (মউ) / সিদ্ধান্তের শংসাপত্র
IV	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র কার্যবাহী সদস্যবৃন্দ
V	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র কার্যবাহী সদস্যবৃন্দের গ্রুপ ফটো
VI	পি আর এ এবং এফ জি ডি অনুশীলননের সময় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা (স্বাক্ষরিত তালিকা)
VII (ক)	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র পি আর এ-কমিউনিটির মানচিত্র
VII (খ)	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র পি আর এ সম্পদের মানচিত্র
VII (গ)	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র পি আর এ বাধাসমূহের মানচিত্র
VII (ঘ)	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র ভেন ডায়াগ্রাম
VIII	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র প্রারম্ভিক কাজকর্ম
IX (ক)	কুকিছড়া জে এফ এম সি-র (প্রস্তাবিত) প্রশিক্ষণ তালিকা
IX (খ)	নার্সারির প্রশিক্ষণ তালিকা (সমাপ্ত)
X	ফোটো
XI	জি পি এস সমন্বয়
XII	এস ডি পি রিপোর্ট

পরিশিষ্ট - I (ক)

ভারতে জে এফ এম সি-র মানচিত্রের অবস্থিতি

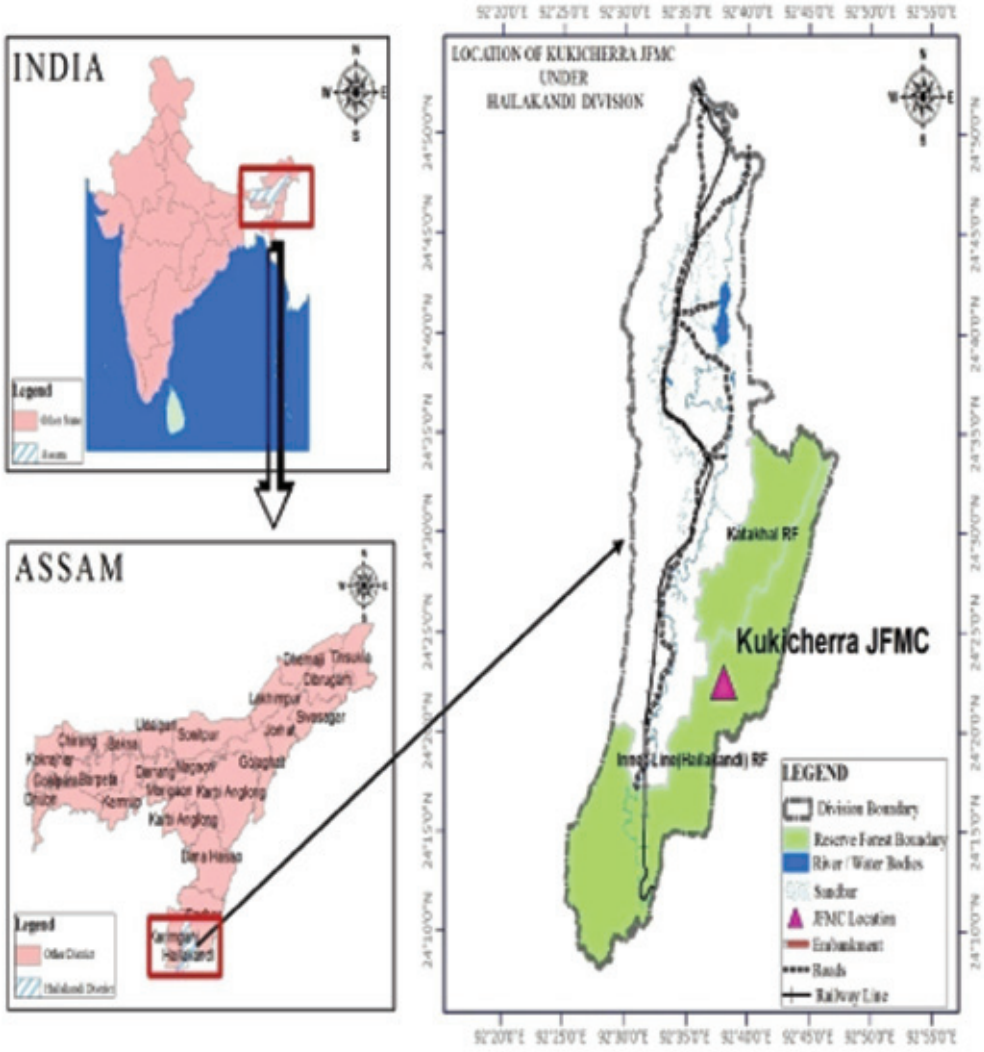

পরিশিষ্ট - I (খ)

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র অবস্থিতি

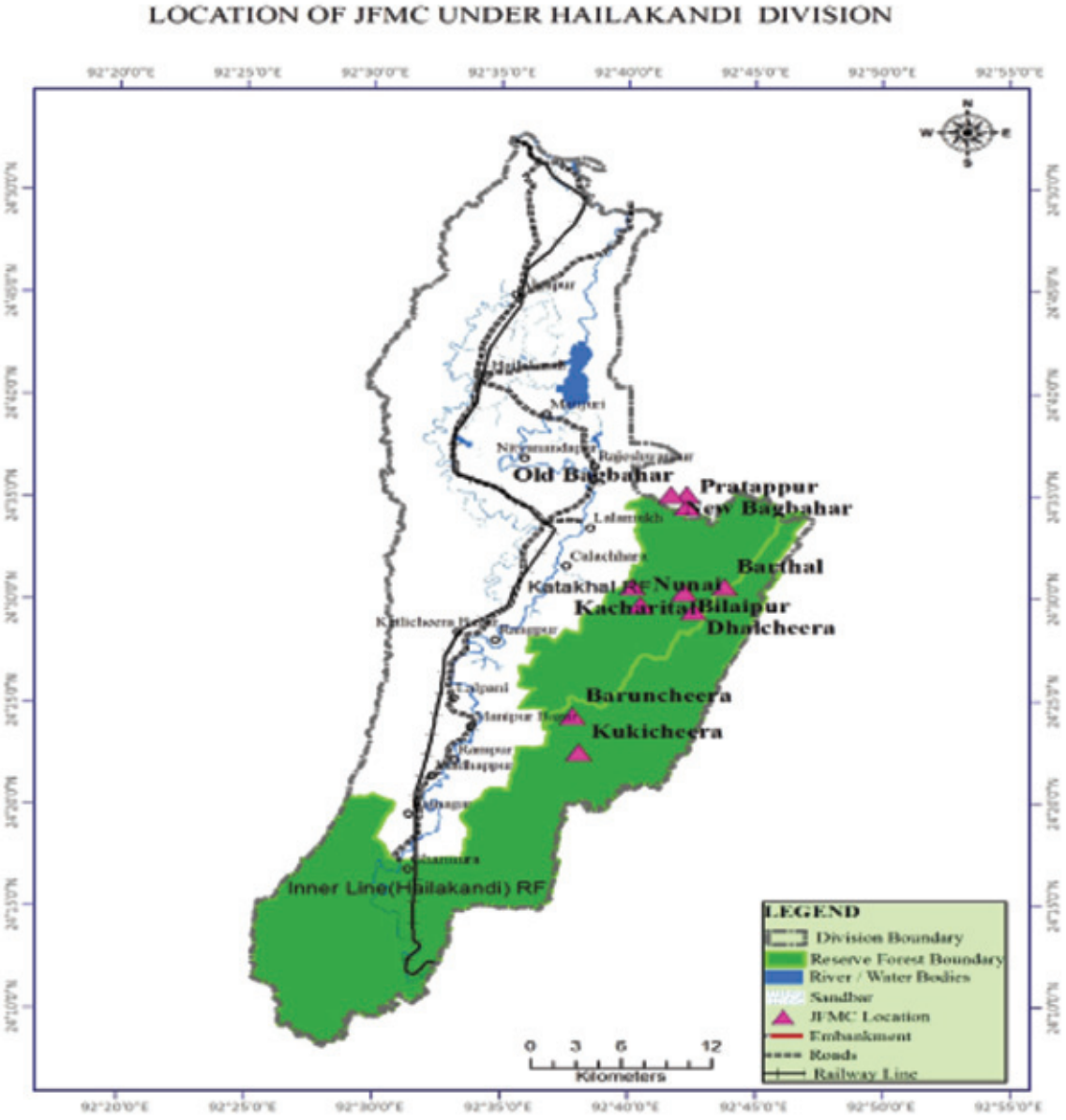

পরিশিষ্ট - II

জে এফ এম সি-র প্রবেশ পথ

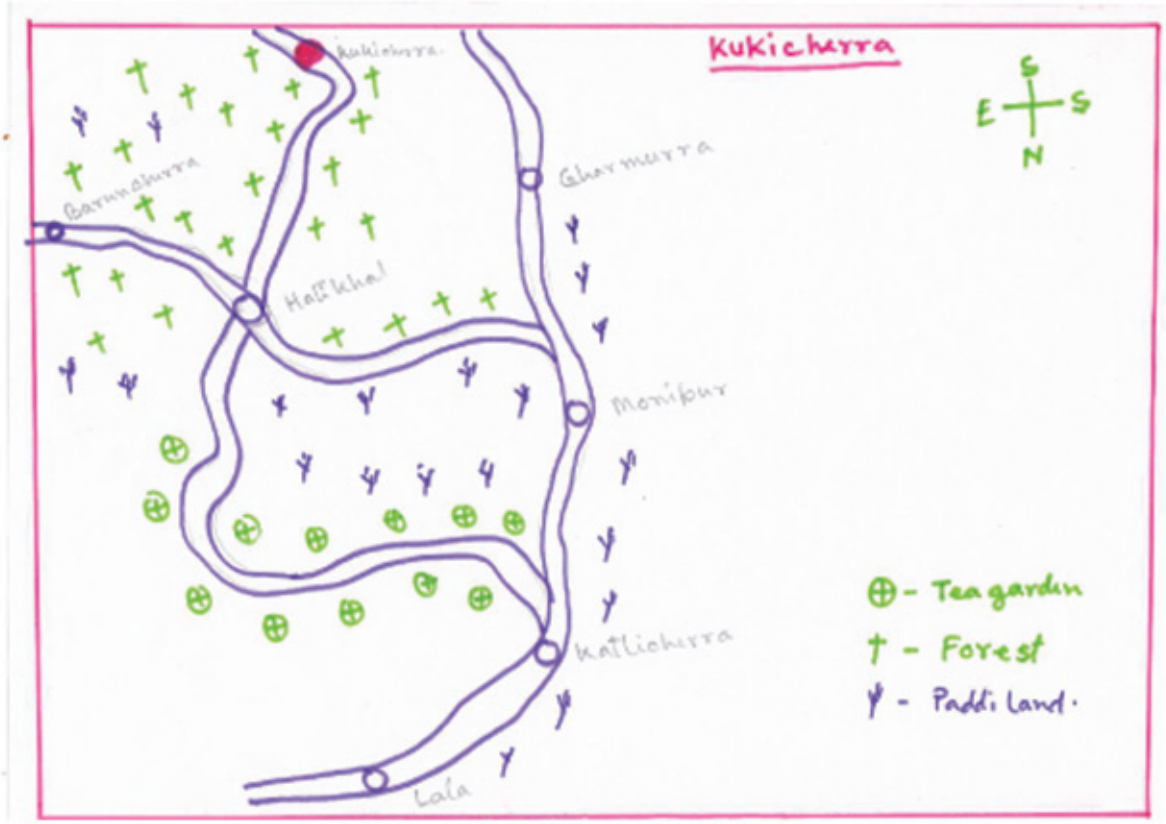

পরিশিষ্ট - III (ক)

জে এফ এম সি-র পঞ্জীকরণ শংসাপত্র

GOVT. OF ASSAM
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER, HAILAKANDI DIVISION
CUM
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, HAILAKANDI FDA

OFFICE ORDER NO. HKD/1
Dated, Hailakandi
1st July' 2015

In exercising the provision conferred under Rule II (ii) of **the Assam Joint (People's Participation) Forestry Management Rules 1998** and as per the resolution of the beneficiaries meeting of Kukicherra JFMC, held on 30-06-2015. The JFMC is hereby renewed up to the year 2015-16 with the following office bearers in order to implement afforestation programs as well as ancillary works as provided in the said Rules 1998.

Name of the JFMC :- Kukicherra JFMC, Kukicherra Range
Registration No. :- SAC/HKD/21/ Dated 22-11-2006
List of office bearers :-

1. Sri Doyajoy Riang, President
2. Sri Manoj Kr. Sinha, Fr.-I, Member Secretary.
3. Sri Jayanta Riang, Member
4. Sri Antrojoy Riang, ,,
5. Sri Sangoram Riang, ,,
6. Sri Jola Riang, ,,
7. Sri Akhando Riang, ,,
8. Sri Phuilangrai Riang, ,,
9. Smti Falhunti Riang, ,,
10. Smti Debiarung Riang, ,,
11. Smti Pukhriti Riang, ,,

(Sri Gunin Saikia, DCF)
Divisional Forest Officer,
Hailakandi Division, Hailakandi
Cum FIU, Hailakandi.

Contd. P/2

পরিশিষ্ট - IV

কুকিছড়া জে এফ এম সির কার্যবাহী সদস্যদের সংক্ষিপ্ত তথ্য

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	ঠিকানা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবি
১	শ্রী দয়াজয় রিয়াং	৭২	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	তৃতীয়	সভাপতি
২	শ্রীমনোজ কুমার সিন্‌হা	৫০	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	উচ্চতর মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	সদস্য সচিব
৩	শ্রী আখানন্দা রিয়াং	৫৫	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	পঞ্চম	সদস্য
৪	শ্রী ঝলা রিয়াং	৩৫	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	-	সদস্য
৫	মিছ ফাল্গুনি রিয়াং	২০	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	উচ্চ মাধ্যমিক	সদস্য
৬	শ্রীমতী পুকৃতি রিয়াং	৪১	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	-	সদস্য
৭	শ্রী ফুলাঙ্গরাই রিয়াং	৬৮	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	-	সদস্য
৮	শ্রী আন্ত্রাজাই রিয়াং	৬৫	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	-	সদস্য
৯	শ্রী সুঙ্গোরাম রিয়াং	৪৫	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	পঞ্চম	সদস্য
১০	শ্রী জয়ন্ত রিয়াং	৪৪	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	পঞ্চম	সদস্য
১১	শ্রী দেললা রিয়াং	১৯	গ্রাম ঃ কুকিছড়া পোঃ অঃ কুকিছড়া জেলা ঃ হাইলাকান্দি	অষ্টম	সদস্য

পরিশিষ্ট - V

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র কার্যবাহী সদস্যবৃন্দের গ্রুপ ফোটো

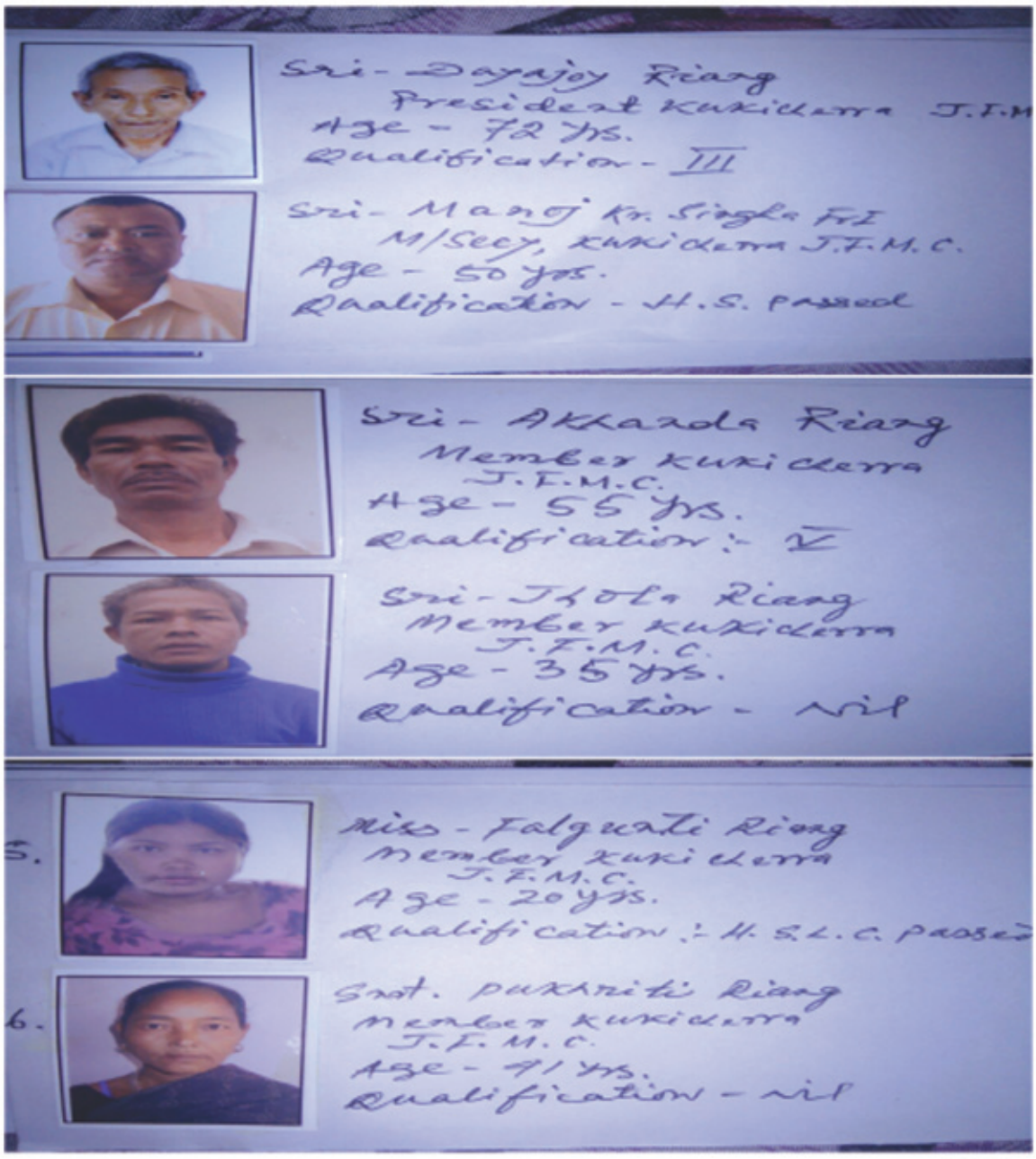

Contd...

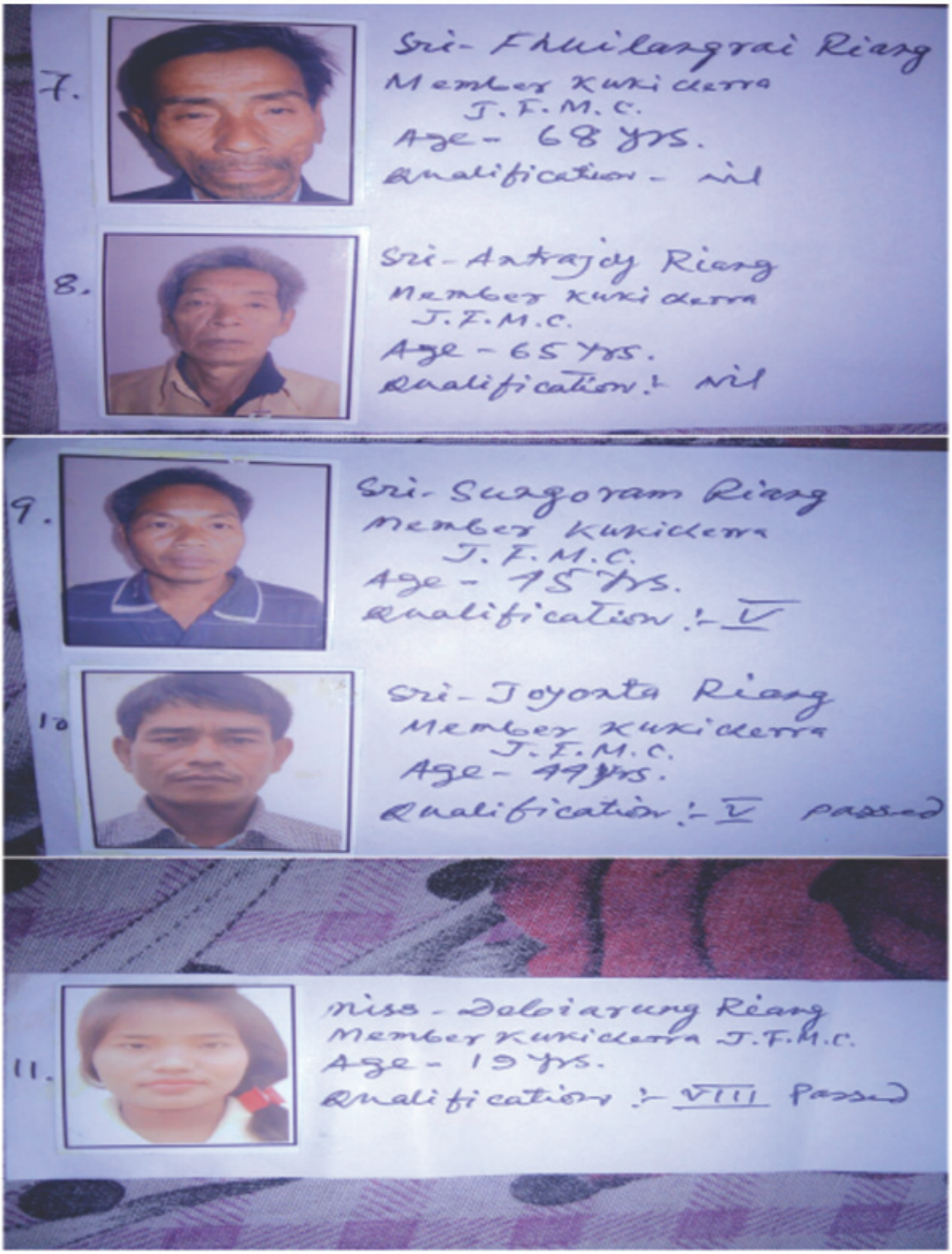

7. Sri- Fhuilangrai Riang
Member Kuki cherra J.F.M.C.
Age - 68 yrs.
Qualification - nil
8. Sri- Antrajoy Riang
Member Kuki cherra J.F.M.C.
Age - 65 yrs.
Qualification :- Nil
9. Sri- Sungoram Riang
Member Kukicherra J.F.M.C.
Age - 45 yrs.
Qualification :- V
10 Sri- Joyonta Riang
Member Kukicherra J.F.M.C.
Age - 49 yrs.
Qualification :- V passed
11. Miss - Dolbiarung Riang
Member Kukicherra J.F.M.C.
Age - 19 yrs.
Qualification :- VIII Passed

পরিশিষ্ট - VI

পি আর এ এবং এফ জি ডি-র সময় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা

PRA & FGD. dt> 19.06.2016

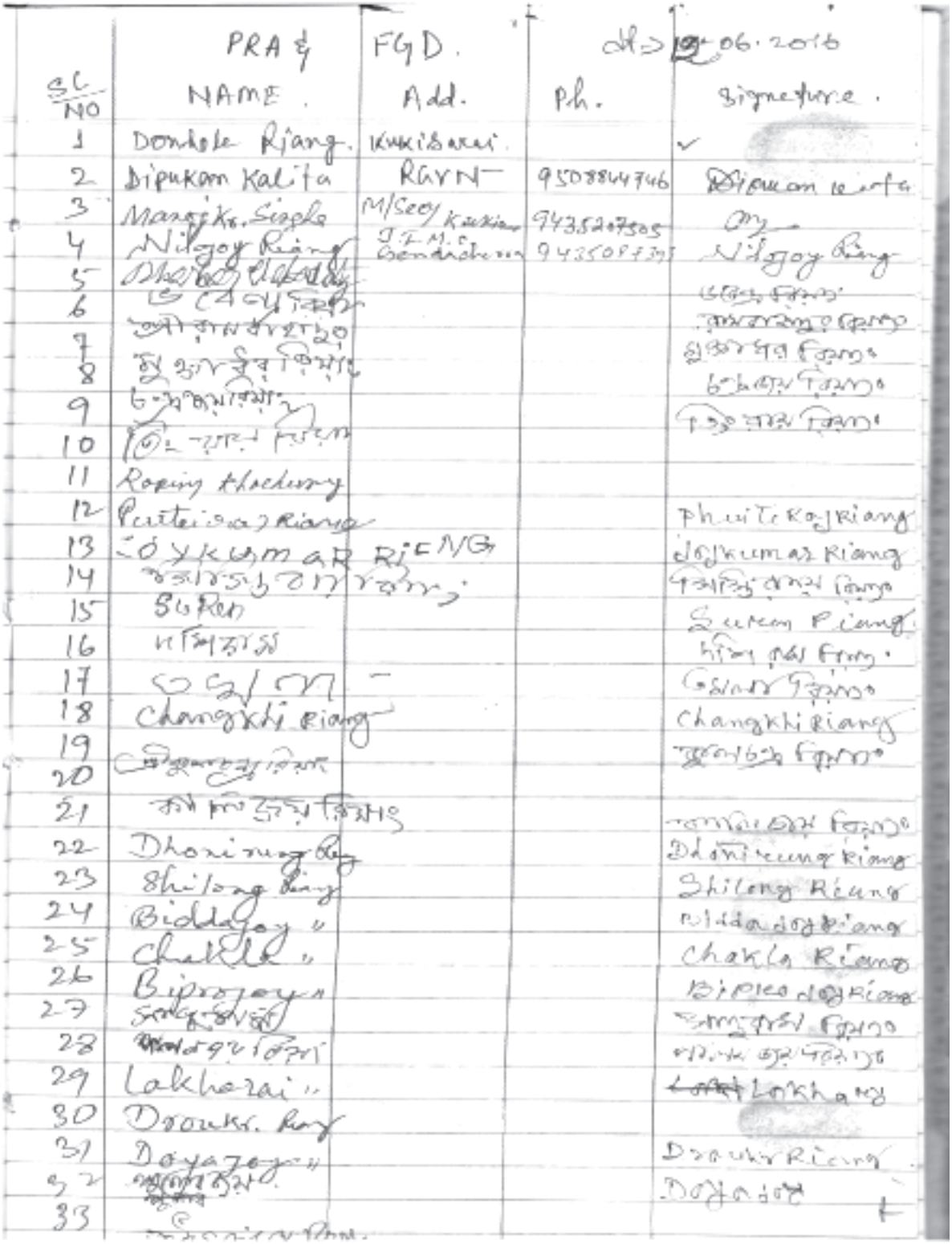

SL NO	NAME	Add.	Ph.	Signature
1	Donkole Riang	Kukisarai		✓
2	Dipukam Kalita	RGVN	9508844746	Dipukam Kalita
3	Manoj Kr. Singh	M/Secy, Kukisarai	9435207505	[illegible]
4	Nilgoy Riang	J.F.M.C. Gondacherra	9435084393	Nilgoy Riang
5	[illegible]			[illegible]
6	[illegible]			[illegible]
7	[illegible]			[illegible]
8	[illegible]			[illegible]
9	[illegible]			[illegible]
10	[illegible]			
11	Roping thachury			
12	Puitairaj Riang			Phuitiraj Riang
13	Joykumar Riang			Joykumar Riang
14	[illegible]			[illegible]
15	Suren			Suren Riang
16	[illegible]			[illegible]
17	[illegible]			[illegible]
18	Changkhi Riang			Changkhi Riang
19				[illegible]
20	[illegible]			
21	[illegible]			[illegible]
22	Dhonirung Riang			Dhonirung Riang
23	Shilong Riang			Shilong Riang
24	Biddajoy "			Biddajoy Riang
25	Chakla "			Chakla Riang
26	Biprojoy "			Biprojoy Riang
27	[illegible]			[illegible]
28	[illegible]			[illegible]
29	Lakhorai "			Lakhorai
30	Dronkr. Riang			
31	Doyajoy "			Dronkr Riang
32	[illegible]			Doyajoy
33	[illegible]			

				dt-> 12-6-2016 Signature
34	Gunador Riang			Gunador Riang
35	Bikromjoy Riang			Bikramjoy Riang
36	Mothumjoy Riang			Mothum [illegible] Riang
37	[illegible]			[illegible]
38	Sorbochandro			Sarbochandra
39	Sibjoy Riang			Sibjoy Riang
40	[illegible]			[illegible]
41	[illegible]			[illegible]
42	Rambhojoy Riang			Rambajoy Riang
43	Tula Ram Riang			Tula Ram Riang
44	[illegible]			[illegible]
45	[illegible]			[illegible]
46	Milan Joy Riang			Milon [illegible] Riang
47	[illegible]			
48	Karbajay			Karbajay Riang
49	[illegible]			[illegible]
50	Adin Riang			Adin Riang
51	Joi Goham			Joi Goham Riang
52	[illegible]			[illegible]
53	[illegible]			[illegible]
54	Sonaton Riang			Sonaton Riang
55	Soson Joy Riang			Sason [illegible] Riang
56	[illegible]			[illegible]
57	[illegible]			[illegible]
58	DHORANJOY			Dhoranjoy Riang
59	[illegible]			[illegible]
60	Alido Riang			Alido Riang
61	Alekai Riang			Aleram Riang
62	[illegible]			
63	Herendro Riang			Herendro Riang
64	[illegible]			[illegible]
65	[illegible]			[illegible]

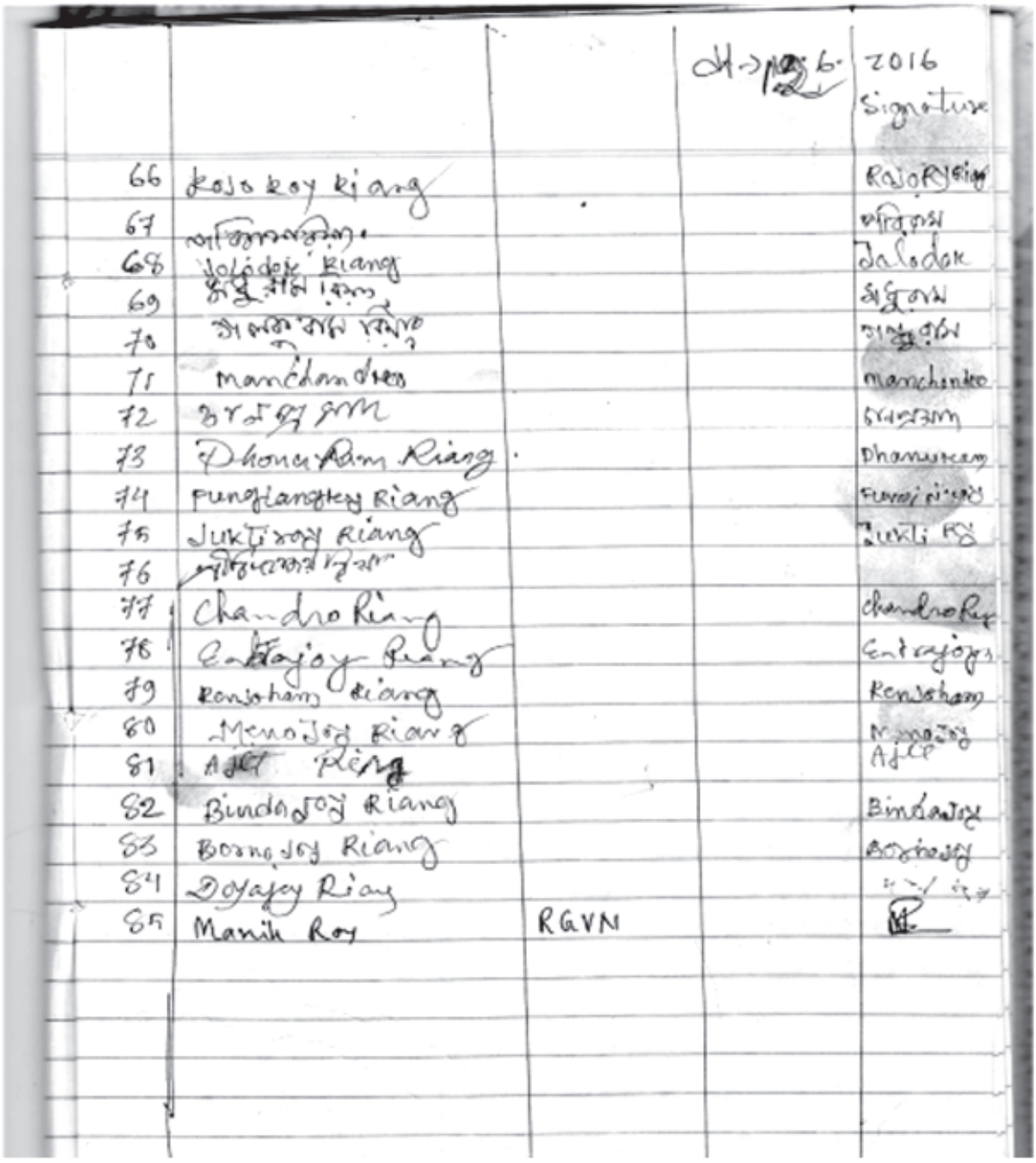

			31-08-2016	2016 Signature
66	Rojo Roy Riang			RojoRy Riang
67	[illegible]			[illegible]
68	Jolodoy Riang			Jolodor
69	[illegible]			[illegible]
70	[illegible]			[illegible]
71	Manchandree			Manchandree
72	[illegible]			[illegible]
73	Dhona Ram Riang			Dhonaram
74	Punglangtey Riang			[illegible]
75	Juktijoy Riang			Jukti RG
76	[illegible]			
77	Chandro Riang			Chandro Rg
78	Ontrajoy Riang			Entrajoy
79	Ronjoham Riang			Ronjoham
80	Monojoy Riang			Monojoy
81	Ajit Riang			Ajit
82	Bindajoy Riang			Bindajoy
83	Bornojoy Riang			Bornojoy
84	Doyajoy Riang			[illegible]
85	Manik Roy	RGVN		[illegible]

পরিশিষ্ট - VII (ক)

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র পি আর এ কমিউনিটির মানচিত্র

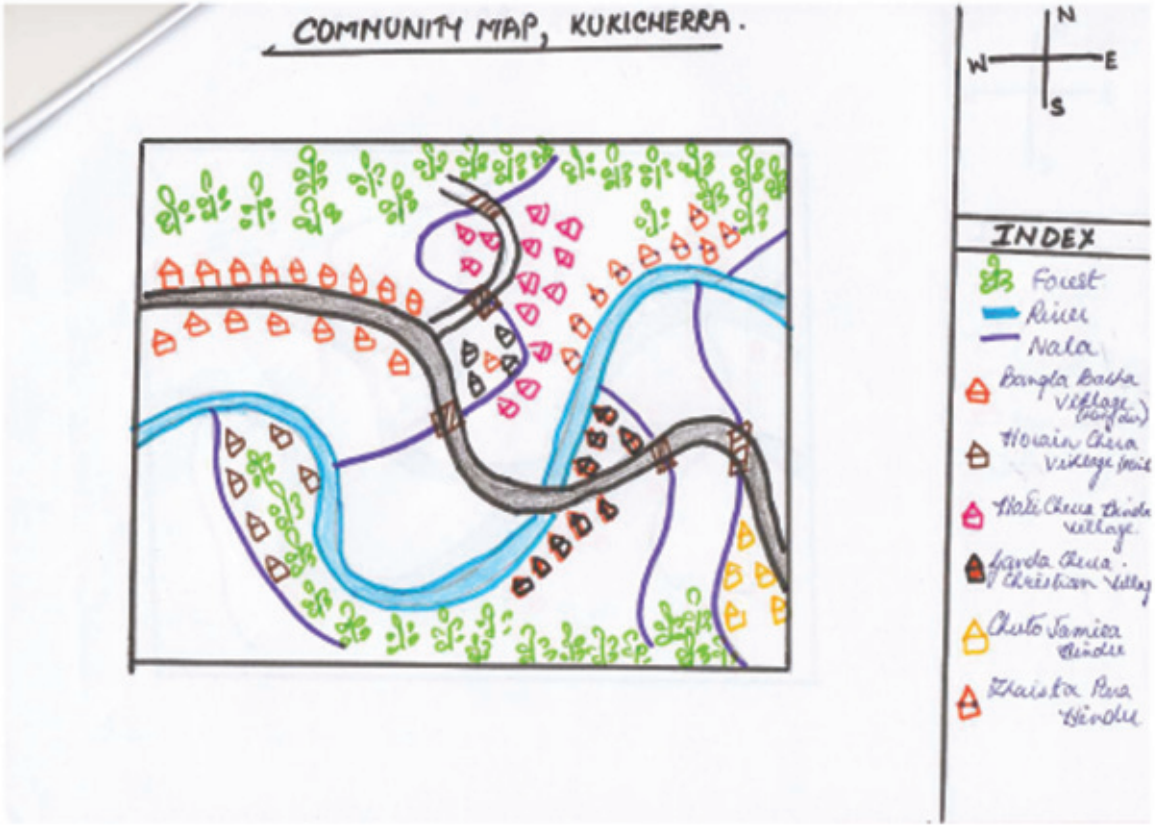

Name of Facilitator :

1. **Manoj Kr. Singha (JFMC Member Secy.)**
   S/O : Lt. Manaya Singha, Vill – Kukicherra, PO- Kukicherra, Dist - Hailakandi
   Mobile No. – 9435207505
2. **Dayajoy Riang (JFMC President)**
   Vill – Kukicherra, PO – Kukicherra,Dist – Hailakandi.
3. **Dipukan Kalita (RGVN)**
   S/o: Bharat Kalita, Vill- Maligaon, Ghy -11, Mobile No. -9508844746
4. **Manik Roy (RGVN)**
   S/o: Lt. Dharani Roy, Vill – Katakhal, Silchar, Mobile No.- 9854152397

পরিশিষ্ট - VII (খ)

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র পি আর এ-সম্পদের উৎসের মানচিত্র

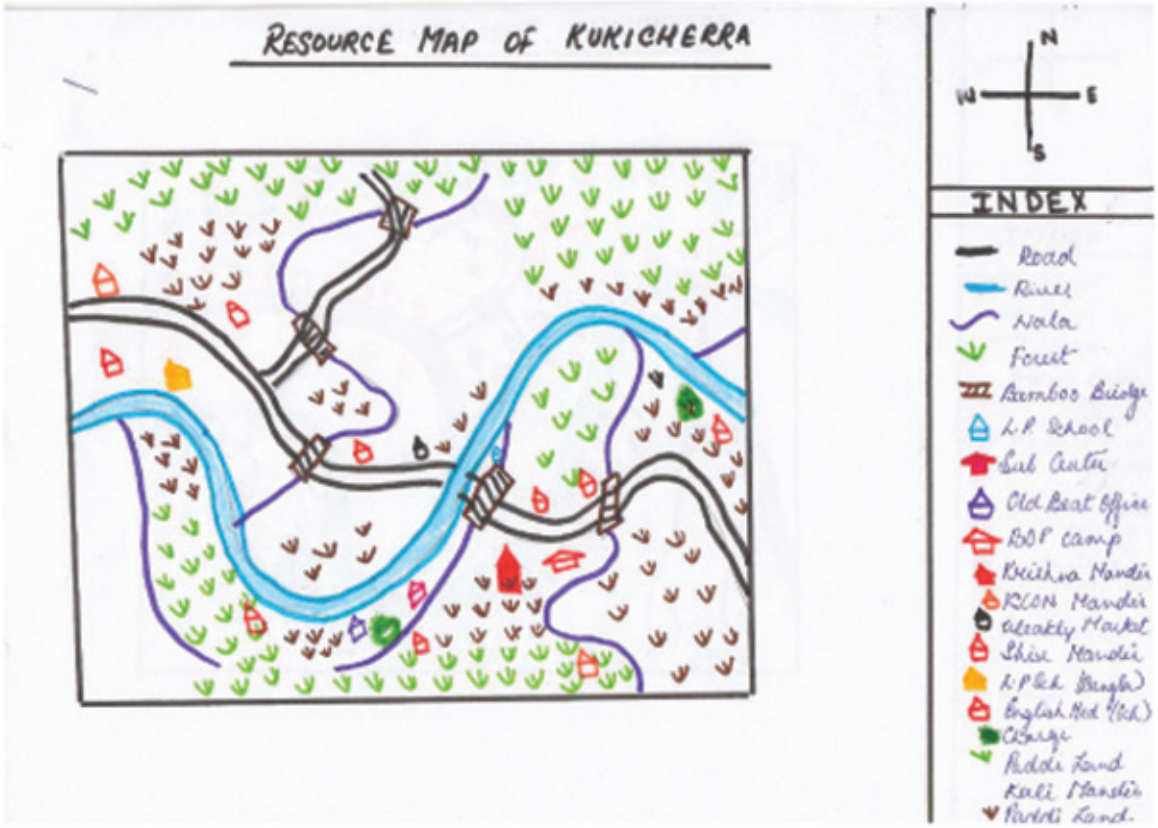

Name of Facilitator :

1. **Manoj Kr. Singha (JFMC Member Secy.)**
   S/O : Lt. Manaya Singha, Vill – Kukicherra, PO- Kukicherra, Dist - Hailakandi
   Mobile No. – 9435207505
2. **Dayajoy Riang (JFMC President)**
   Vill – Kukicherra, PO – Kukicherra,Dist – Hailakandi.
3. **Dipukan Kalita (RGVN)**
   S/o: Bharat Kalita, Vill- Maligaon, Ghy -11, Mobile No. -9508844746
4. **Manik Roy (RGVN)**
   S/o: Lt. Dharani Roy, Vill – Katakhal, Silchar, Mobile No.- 9854152397

পরিশিষ্ট - VII (গ)

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র পি আর এ-বাধাসমূহের মানচিত্র

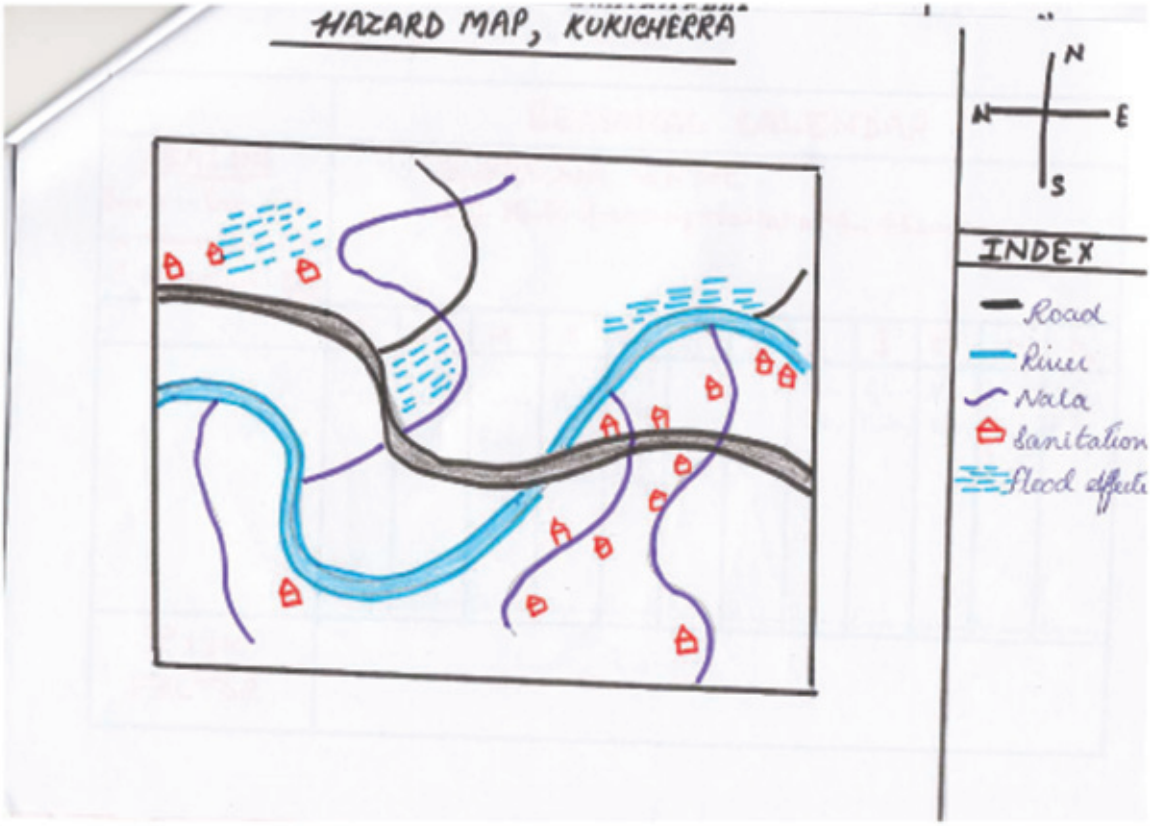

Name of Facilitator :

1. **Manoj Kr. Singha (JFMC Member Secy.)**
   S/O : Lt. Manaya Singha, Vill – Kukicherra, PO- Kukicherra, Dist - Hailakandi
   Mobile No. – 9435207505
2. **Dayajoy Riang (JFMC President)**
   Vill – Kukicherra, PO – Kukicherra,Dist – Hailakandi.
3. **Dipukan Kalita (RGVN)**
   S/o: Bharat Kalita, Vill- Maligaon, Ghy -11, Mobile No. -9508844746
4. **Manik Roy (RGVN)**
   S/o: Lt. Dharani Roy, Vill – Katakhal, Silchar, Mobile No.- 9854152397

পরিশিষ্ট - VII (ঘ)

কুকিছড়ার ভেন ডায়াগ্রাম

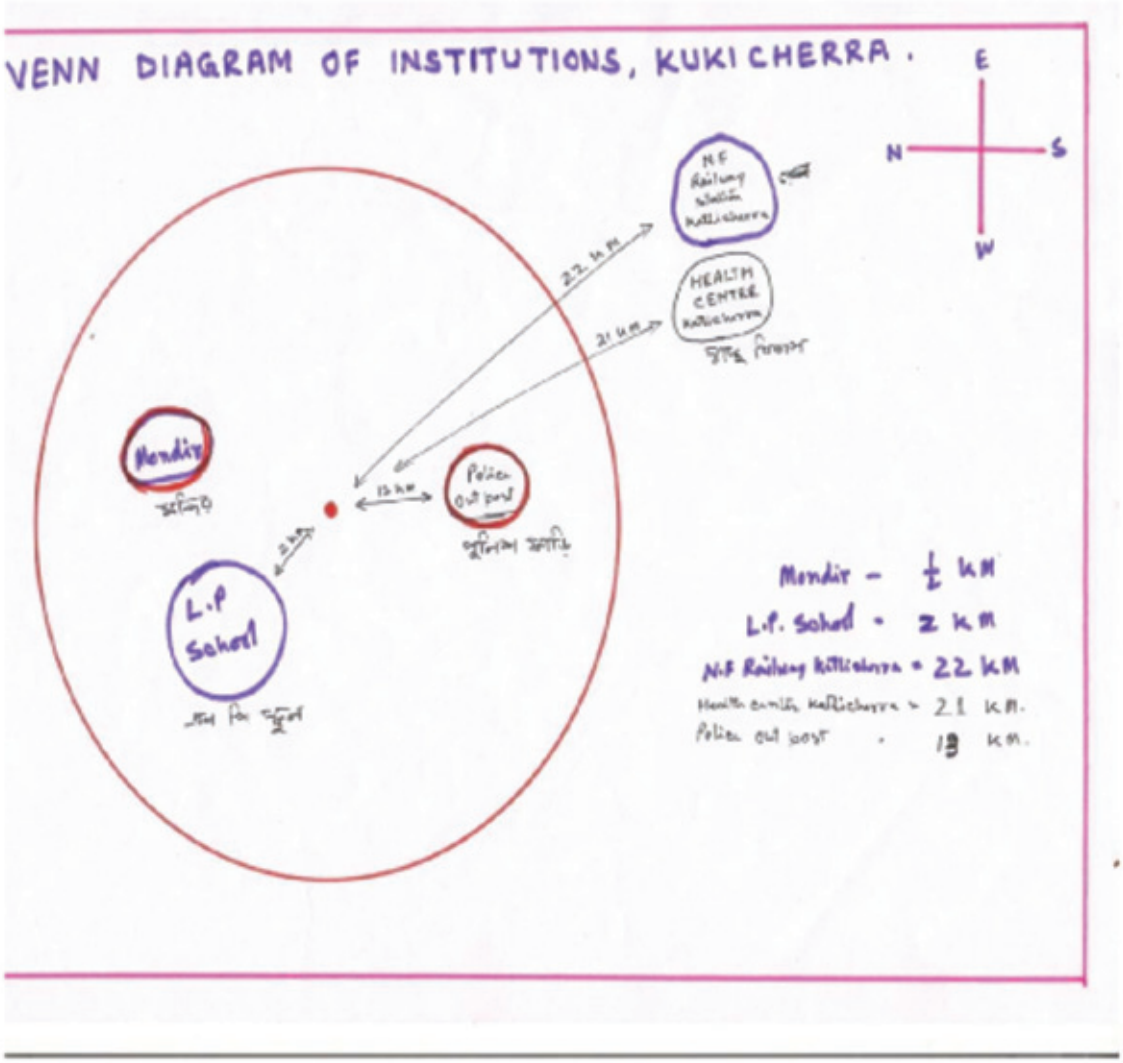

Name of Facilitator :

1. **Manoj Kr. Singha (JFMC Member Secy.)**
   S/O : Lt. Manaya Singha, Vill – Kukicherra, PO- Kukicherra, Dist - Hailakandi
   Mobile No. – 9435207505
2. **Dayajoy Riang (JFMC President)**
   Vill – Kukicherra, PO – Kukicherra,Dist – Hailakandi.
3. **Dipukan Kalita (RGVN)**
   S/o: Bharat Kalita, Vill- Maligaon, Ghy -11, Mobile No. -9508844746
4. **Manik Roy (RGVN)**
   S/o: Lt. Dharani Roy, Vill – Katakhal, Silchar, Mobile No.- 9854152397

Appendix VIII

Entry point Activities

ENTRY POINT ACTIVITY FOR KUKICHERRA JFMC

RANK	ACTIVITY	DETAILS	BUDGET
1	Construction of community Hall with Tent house including Chair &Generetor.	At banglabasa near banglabasa LP school. Gps:-N24°22'35.8" E092°36'87.1" Size:	Rs11,11750/-
2	Constraction of Forest Road from banglabasa to haticherra.	Gps point: N24°22'40.4" E092°37'20.5"	Rs1168250/-
3	Ladies Toilet with water facility at banglabasa by providing tube-well.	GPS:- N-24°,22',37.3" E-092°,36',36.9" Size: 2.6m x 1.30m = 3.38 sqm	Rs.2,20000/-

DIVISIONAL FOREST OFFICER
Hailakandi Division
Hailakandi

Approved

President
Kukicherra (A.P.F.B.C.)

Divisional Forest Officer

পরিশিষ্ট - IX (ক)

কুকিছড়া জে এফ এম সি-র (প্রস্তাবিত) প্রশিক্ষণ তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	পুরুষ /মহিলা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রশিক্ষণের বৃত্তি
১	শ্রী নিলু রিয়াং	২২	পুরুষ	উচ্চ মাধ্যমিক	কম্পিউটার
২	শ্রী ফাল্গুনি রিয়াং	২০	পুরুষ	হ্যায়ার সেকেন্ড রি	কম্পিউটার
৩	তাক্তারুং রিয়াং	১৭	মহিলা	সপ্তম	বয়ন
৪	মন্দিরাং রিয়াং	১৫	মহিলা	ষষ্ঠ	বয়ন
৫	রেমনি রিয়াং	১৫	মহিলা	সপ্তম	সেলাই এবং সূঁচিকর্ম
৬	দনু রিয়াং	৩২	মহিলা	পঞ্চম	মুর্গি পালন
৭	ববেন রিয়াং	৫২	মহিলা	পঞ্চম	মুর্গি পালন
৮	সেবা রিয়াং	২২	মহিলা	ষষ্ঠ	মুর্গি পালন
৯	দেবিয়ারা রিয়াং	১৮	মহিলা	অষ্টম	সেলাই
১০	মন্দিরাবাতি রিয়াং	১৭	মহিলা	ষষ্ঠ	সেলাই
১১	খুমচাং রিয়াং	১৫	মহিলা	সপ্তম	সেলাই
১২	সান্দুবি রিয়াং	১৬	মহিলা	সপ্তম	সেলাই
১৩	চন্দন রিয়াং	১৫	মহিলা	পঞ্চম	সেলাই
১৪	ঠাকুর রিয়াং	৩৫	পুরুষ	চতুর্থ	মাশ্বরুম
১৫	জয়াবাংরাই রিয়াং	১৭	পুরুষ	ষষ্ঠ	মাশ্বরুম
১৬	সৃষ্টিয়াল রিয়াং	৫৪	পুরুষ	চতুর্থ	মাশ্বরুম
১৭	দনু রিয়াং	২২	মহিলা	সপ্তম	ম্যাকানিকেল
১৮	ঝলা রিয়াং	৩৫	মহিলা	পঞ্চম	ম্যাকানিকেল
১৯	একা রিয়াং	১৯	মহিলা	সপ্তম	ইল্যাকট্রিসিয়ান
২০	মদন রিয়াং	১৯	মহিলা	পঞ্চম	ইল্যাকট্রিসিয়ান

পরিশিষ্ট - IX (খ)

নার্সারি প্রশিক্ষণের তালিকা (সমাপ্ত)

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	অভিভাবকের নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্রামের নাম	বৃত্তির নাম
১	কার্বাজয় রিয়াং	প্রয়াত বাদুরজয় রিয়াং	৪৩	পঞ্চম	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
২	জয়মঙ্গল রিয়াং	প্রয়াত বুধিজয় রিয়াং	৪৮	পঞ্চম	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৩	মিলনজয় রিয়াং	মুক্তাদার রিয়াং	৪০	তৃতীয়	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৪	চন্দ্র রিয়াং	প্রয়াত কাশারাই রিয়াং	৫৫	-	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৫	সুবাজয় রিয়াং	দাতারাম রিয়াং	১৬	ষষ্ঠ	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৬	নৃপেন্দ্র রিয়াং	কালিজয় রিয়াং	৪৫	সপ্তম	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৭	ঠাকুর রিয়াং	প্রয়াত বিলুম্বা রিয়াং	৪০	তৃতীয়	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান

পরিশিষ্ট - X

ফোটো ফাইল

এফ জি ডি

পি আর এ

কৃষি চাষ

কল চাষ

গ্রামের মহিলারা বাঁশ...

মৎস্য চাষ

পরিশিষ্ট - XI

জি পি এছ সমন্বয়

১। উত্তর — ২৪°২২’ ৩০”

পরিশিষ্ট - XII

এস ডি পি রিপোর্ট

হাইলাকান্দির কুকিছড়া দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (এজেন্স ফ্রান্স ডি ডেভেলপমেন্ট) আর্থিক সহায়তায় আসাম প্রজেক্ট অন ফরেস্ট অ্যান্ড বায়ো ডাইর্ভাসিটি কনজারভেশন (এ পি এফ বি সি পি)-এর অধীনে একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। হাইলাকান্দি বন বিভাগের অধীনস্থ কুকিছড়া সি ই এম পি ই এল ও (কনসাল্টিং সার্ভিস ফর মাইক্রোপ্ল্যানিং লাইভলিহুড অপর্চুনিটিজ)-র অংশীদার আর জি ভি এন এই দক্ষতা উন্নয়ন কার্যসূচি রূপায়ণ করে।

বৃত্তির নাম	শুরু করার তারিখ	শেষ করার তারিখ	সরঞ্জামের ব্যয়ের সংখ্যা	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষক/স্বীকৃতিদাতার নাম
নার্সারি টেকনিসিয়ান	২৬-০৮-২০১৬	৩০-০৮-২০১৬	পলি ব্যাগ, প্রশিক্ষণ কিট ও পুস্তিকা দেওয়া হয়েছে ১০,৪২৮ টাকা	০৭	জেলা কৃষি কার্যালয়, হাইলাকান্দি (উদ্যান শস্য বিভাগ)

কুকিছড়াই (হাইলাকান্দি বনাঞ্চল গ্রাম) ২০১৬ সালের ২১ আগস্ট নার্সারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করা হয়। হাইলাকান্দির ডি এফ ও বি বিশ্বাস এই কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যরা হলেন, জিরিঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ আধিকারিক দেবাশিষ চক্রবর্তী, এ সি এফ অখিল দত্ত, বিলাইপুর বিট আধিকারিক খুল্লাকপ্পা সিংহ, ধলছড়া বিট আধিকারিক পরমেশ্বর দেবনাথ এবং আর জি ভি এন-এর আধিকারিকরা।

ক্ষেত্র পরিদর্শন ঃ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষার্থীদের দুয়ারবন্দে শ্রীধর এপেক্স টিস্যু কালচার লেবরেটরিতে একদিনের প্রদর্শনমূলক ভ্রমণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

জনতার মন্তব্য ঃ

নৃপেন্দ্র রিয়াং নামের একজন প্রশিক্ষার্থী এধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য আর জি ভি এন এ-র টিমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই কর্মসূচি তাদের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এক নতুন ও উন্নততর সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে।

ফোটো গ্যালারি

কুকিছড়ার প্রশিক্ষার্থীদের ফোটো

কুকিছড়ার প্রশিক্ষার্থীদের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	অভিভাবকের নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্রামের নাম	বৃত্তির নাম
১	কার্বাজয় রিয়াং	প্রয়াত বাদুরজয় রিয়াং	৪৩	পঞ্চম	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
২	জয়মঙ্গল রিয়াং	প্রয়াত বুধিজয় রিয়াং	৪৮	পঞ্চম	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৩	মিলনজয় রিয়াং	মুক্তাদার রিয়াং	৪০	তৃতীয়	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৪	চন্দ্র রিয়াং	প্রয়াত কাশারাই রিয়াং	৫৫	-	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৫	সুবাজয় রিয়াং	দাতারাম রিয়াং	১৬	ষষ্ঠ	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৬	নৃপেন্দ্র রিয়াং	কালিজয় রিয়াং	৪৫	সপ্তম	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান
৭	ঠাকুর রিয়াং	প্রয়াত বিলুম্বা রিয়াং	৪০	তৃতীয়	কুকিছড়া	নার্সারি টেকনিসিয়ান

DIVISIONAL FOREST OFFICER
Hallakandi Division
Hallakandi